দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

১৯ তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
২০১৬

একটি সৃজনশীল
শিশু-কিশোর পত্রিকা

Contents

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

দ্বি-মাসিক

সোনামণি প্রতিভা

১৯ তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ২০১৬

একটি সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা

উপদেষ্টা সম্পাদক
অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম

সম্পাদক
মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম

নির্বাহী সম্পাদক
রবীউল ইসলাম

কম্পোজ ও ডিজাইন :
শরীফুল ইসলাম

যোগাযোগ
সম্পাদক, সোনামণি প্রতিভা
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
(২য় তলা), নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭

মূল্য : ১০ (দশ) টাকা মাত্র।

সোনামণি, (একটি আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন) নওদাপাড়া মাদরাসা, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩ থেকে সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস রাজশাহী থেকে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা নং
সম্পাদকীয়	০২
কুরআনের আলো	০৩
হাদীছের আলো	০৪
প্রবন্ধ	০৫
হাদীছের গল্প	১৯
এসো দো'আ শিখি	২১
সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা	২৩
গল্পে জাগে প্রতিভা	২৩
কবিতাগুচ্ছ	২৫
একটুখানি হাসি	২৮
সাহিত্যাঙ্গন	২৯
মতামত ও প্রশ্নোত্তর	২৯
ভ্রমণ স্মৃতি	৩০
বহুমুখী জ্ঞানের আসর	৩৪
দেশ পরিচিতি	৩৫
যেলা পরিচিতি	৩৫
আন্তর্জাতিক পাতা	৩৫
সংগঠন পরিক্রমা	৩৬
প্রাথমিক চিকিৎসা	৩৭
ভাষা শিক্ষা	৩৯
কুইজ	৩৯

সম্পাদকীয়

ইসলামী সংস্কৃতি কাম্য

মানুষের দুনিয়াবী জীবনকে স্বাভাবিক, সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালিত করে পরকালীন জীবনকে সুখী ও শান্তিময় করার জন্যই এসেছে স্বভাবধর্ম ইসলাম। সেকারণ ইসলামী সংস্কৃতিই পারে একজন সোনামণিকে সফল ও সুনাগরিক হিসাবে গড়ে তুলতে। সংস্কৃতি শব্দটি ব্যাপক অর্থবোধক যা জীবনের সকল দিককে শামিল করে। মানুষের ভিতরকার অনুশীলিত কৃষ্টির বাহ্যিক পরিশীলিত রূপকে বলা হয় সংস্কৃতি *(জীবন দর্শন পৃ.৩৮)*। তাই মানুষের স্বভাব ধর্মের সুষ্ঠু বিকাশ সাধনই হ'ল সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য। রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'প্রত্যেক আদম সন্তান ফিৎরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, খ্রিস্টান অথবা মাজূসী বানায়' *(বুখারী হা/১৩৮৫)*।

এখানে ফিৎরাত অর্থ ইসলাম। অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ ও তদনুযায়ী জীবন পরিচালনার ইলাহী অনুপ্রেরণা নিয়েই প্রত্যেক মানব সন্তান পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু পিতা-মাতা, পরিবার, সমাজ, শিক্ষা ব্যবস্থা, রাষ্ট্র ও বৈশ্বিক পরিবেশের প্রভাবে সেই কচি-কাঁচা সোনামণিরা একদিন বড় হয়ে বিপথগামী হয়। ফুটন্ত ফুলের মত নিষ্পাপ কচি শিশু যখন চোখ মেলেই নষ্ট সংস্কৃতির ভয়াল রূপ ও নাচ-গানের আসর দেখে, অর্থহীন কান ফাটানো বাঁশি ও ঢোল-তবলার আওয়াজ শোনে, তখন তার মন-মানসিকতা শয়তানী প্ররোচনায় সেদিকেই ধাবিত হয়। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, এদেশের কথিত বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ আগে মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে জঙ্গীবাদের মূল উৎস বললেও এখন তারা সুর পাল্টেছেন। তারা এখন বলছেন, জঙ্গীবাদ দূর করতে গেলে শিশু-কিশোর ও তরুণদের বাদ্য-বাজনা, ঢোল-তবলা ও রবীন্দ্র সংগীত শেখাতে হবে এবং নাচ-গানের সংস্কৃতি চর্চায় যুক্ত করতে হবে। বস্তুত জীবনের ঊষা লগ্নে যারা সঠিক ইসলামী শিক্ষা পায়, তারা আল্লাহ্র দেওয়া সরল-সোজা পথে পরিচালিত হয়ে পিতা-মাতা, সমাজ ও রাষ্ট্রের মুখোজ্জ্বল করে এবং তারা সম্পদে পরিণত হয়। কিন্তু যারা সঠিক পথ না পেয়ে দেশী-বিদেশী পথভ্রষ্ট, স্বার্থবাদী ও দুষ্টচক্রের খপ্পরে পড়ে, তারাই বিপথগামী হয়। তাই আমাদের উচিত হবে যাবতীয় অপসংস্কৃতির বেড়াজাল ছিন্ন করে, সোনামণিদের প্রথমে ইসলামের বিশুদ্ধ আক্বীদা তথা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে জবাবদিহিতার বিষয়টি শিক্ষা দেওয়া। সঠিক ইসলামী শিক্ষা পেলেই তারা শৈথিল্যবাদ ও যাবতীয় চরমপন্থার পথ পরিহার করে মধ্যপন্থী হিসাবে গড়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

কুরআনের আলো

বিষয় : জান্নাত

(١) مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ-

(১) 'মুত্তাক্বী লোকদের জন্য যে জান্নাতের ওয়াদা করা হয়েছে, তার পরিচয় তো এই যে, তাতে স্বচ্ছ ও সুমিষ্ট পানির ঝর্ণাধারা প্রবহমান রয়েছে। আর এমন দুধের ঝর্ণাধারা প্রবহমান রয়েছে যার স্বাদ ও বর্ণ কখনো বিকৃত হবে না, এমন শরাবের ঝর্ণাধারা প্রবহমান রয়েছে, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও সুপেয়। আর এমন মধুর ঝর্ণাধারা রয়েছে, যা অতীব স্বচ্ছ ও পরিচ্ছন্ন। সেখানে তাদের জন্য রয়েছে সর্ব প্রকারের ফল এবং তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে ক্ষমা' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৫)*।

(٢) إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ - عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ - تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ - يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ - خِتَامُهُ مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ - وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ - عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ-

(২) 'নিশ্চয় নেককারগণ থাকবে জান্নাতে। উচ্চাসনে বসে তারা অবলোকন করবে। তুমি তাদের চেহারাসমূহে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রফুল্লতা দেখতে পাবে। তাদেরকে মোহরাংকিত বিশুদ্ধ পানীয় পান করানো হবে। তার মোহর হবে মিশকের। আর এরূপ বিষয়েই প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিত। আর তাতে মিশ্রণ থাকবে তাসনীমের। এটি একটি ঝর্ণা যা থেকে পান করবে নৈকট্যশীলগণ' *(মুত্বাফফেফীন ৮৩/২২-২৮)*।

(٤) وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ - لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ - فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ - لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً - فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ - فِيهَا سُرُرٌ مَرْفُوعَةٌ - وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ - وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ - وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ-

(৩) 'সেদিন অনেক মুখমণ্ডল হবে উৎফুল্ল। স্ব স্ব কর্মফলে সন্তুষ্ট। তারা থাকবে সুউচ্চ বাগিচায়। সেখানে শুনবে না কোন অসার বাক্য। সেখানে থাকবে প্রবহমান ঝর্ণাসমূহ। থাকবে সমুচ্চ আসনসমূহ এবং রক্ষিত পানপাত্রসমূহ ও সারিবদ্ধ বালিশসমূহ এবং বিস্তৃত গালিচাসমূহ' *(গাশিয়াহ ৮৮/৮-১৬)*।

✵নিয়মের পথ ধরে গড়লে জীবন সফলতা নিয়ে আসে সুখের স্বপন গুণাবলী ফুটে উঠে ছড়ায় যে খ্যাতি কতনা সুনাম পাই দেশ আর জাতি।

✵একজন ঘুমন্ত ব্যক্তি আরেকজন ঘুমন্ত ব্যক্তিকে জাগ্রত করতে পারে না- *শেখ সাদী।*

হাদীছের আলো

বিষয় : জান্নাত

(১) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَعْدَدْتُ لِعِبَادِى الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ -

(১) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমি আমার সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্য এমন সব নে'মতরাজি প্রস্তুত করে রেখেছি, যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, কান কখনো শুনেনি এবং হৃদয় কখনো কল্পনা করেনি' *(বুখারী হা/৩২৪৪, মুসলিম হা/২৮২৪, মিশকাত হা/৫৬১২)*।

(২) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَوْضِعُ سَوْطٍ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا -

(২) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে একটি চাবুকের সমপরিমাণ জায়গা সমগ্র দুনিয়া ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তা থেকে উত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬১৩)*।

(৩) عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ فِى الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِى ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لاَ يَقْطَعُهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ فِى الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغْرُبُ -

(৩) আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'জান্নাতে এমন একটি বড় গাছ আছে, যদি কোন সওয়ারী তার ছায়ায় একশত বছর ভ্রমণ করে তবুও তার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। জান্নাতে তোমাদের কারো একটি ধনুকের সমপরিমাণ জায়গাটাও সূর্য যার উপর উঠে ও ডুবে তার চেয়ে উত্তম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬১৫)*।

(৪) عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ وَأَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ « يُنَادِى مُنَادٍ إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُّوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَحْيَوْا فَلاَ تَمُوتُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْتَئِسُوا أَبَدًا-

(৪) আবু সা'ঈদ খুদরী ও আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, '(জান্নাতীগণ জান্নাতে প্রবেশ করার পর) একজন ঘোষণাকারী ঘোষণা দিবেন, তোমরা চিরদিন সুস্থ থাকবে, কখনো অসুস্থ হবে না। তোমরা সর্বদা জীবিত থাকবে, কখনো মৃত্যুবরণ করবে না। তোমরা চিরদিন যুবক থাকবে, কোনদিন বৃদ্ধ হবে না। তোমরা চিরদিন সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে ও আরাম-আয়েশে থাকবে, কখনো হতাশা ও দুশ্চিন্তা তোমাদেরকে স্পর্শ করবে না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৬২৩)*।

প্রবন্ধ

(১)

আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়

আল্লাহ পাক বার মাসের মধ্যে চারটি মাসকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। সে চারটি মাস হ'ল মুহাররম, রজব, যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ। এখানে মুহাররম মাসের গুরুত্ব ও ফযীলত এবং এ মাসে আমাদের করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করা হ'ল।

ফযীলত :

১. হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ، رواه مسلم 'রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ'ল মুহাররম মাসের ছিয়াম অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ'ল রাতের নফল ছালাত' অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩৯)*।

২. হযরত আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، رواه مسلم 'আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আমি আশা করি আল্লাহ্র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৪)*।

৩. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহুদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন, هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللهُ فِيْهِ مُوْسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوْسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوْسَى مِنْكُمْ. فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ 'এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরাঊন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেন। অতএব আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন' (যা পূর্ব থেকেই তাঁর রাখার অভ্যাস ছিল) *(মুসলিম হা/১১৩০)*।

৪. ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে অন্য বর্ণনায় এসেছে যে, লোকেরা বলল, হে রাসূল! ইহুদী ও নাছারাগণ ১০ই মুহাররম আশূরার দিনটিকে সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ، وفى رواية : لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ 'আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম

রাখব'। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায় *(মুসলিম হা/১১৩৪)*।

৫. হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, صُومُوا يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَخَالِفُوا الْيَهُودَ، صُومُوا قَبْلَهُ يَوْمًا، أَوْ بَعْدَهُ يَوْمًا 'তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহুদীদের খেলাফ কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর'। *(বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড ২৮৭ পৃঃ। বর্ণিত অত্র রেওয়ায়াতটি 'মরফূ' হিসাবে ছহীহ নয়, তবে 'মওকূফ' হিসাবে 'ছহীহ'। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। অতএব ৯, ১০ বা ১০ ১১ দু'দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯, ১০ দু'দিন রাখাই সর্বোত্তম)*।

উপরোক্ত হাদীছ সমূহ পর্যালোচনা করলে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন- (১) আশূরার ছিয়াম ফেরাঊনের কবল থেকে নাজাতে মূসার (আঃ) শুকরিয়া হিসাবে পালিত হয়।

(২) ২য় হিজরীতে রামাযানের ছিয়াম ফরয হওয়ার আগ পর্যন্ত এই ছিয়াম সকল মুসলমানের জন্য পালিত নিয়মিত ছিয়াম হিসাবে গণ্য হ'ত।

(৩) আশূরার ছিয়ামের সাথে হযরত হুসায়েন বিন আলী (রাঃ)-এর জন্ম বা মৃত্যুর কোন সম্পর্ক নেই। হুসায়েন (রাঃ)-এর জন্ম মদীনায় ৪র্থ হিজরীতে এবং মৃত্যু ইরাকের কূফা নগরীর নিকটবর্তী কারবালায় ৬১ হিজরীতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে হয়। *(ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ আল-ইস্তী'আব সহ (কায়রো : মাকতাবা ইবনে তায়মিয়াহ ১ম সংস্করণ ১৩৮৯/১৯৬৯) ২য় খণ্ড পৃঃ ২৪৮, ২৫৩)*।

মোট কথা আশূরায়ে মুহাররমে এক বা দু'দিন স্রেফ নফল ছিয়াম ব্যতীত আর কিছুই করার নেই। শাহাদতে হুসায়েনের নিয়তে ছিয়াম পালন করলে ছওয়াব পাওয়া যাবে না। কারণ কারবালার ঘটনার ৫০ বছর পূর্বেই ইসলাম পরিপূর্ণতা লাভ করেছে এবং অহি-র আগমন বন্ধ হয়ে গেছে।

আশূরার বিদ'আত সমূহ :

আশূরায়ে মুহাররম আমাদের দেশে শোকের মাস হিসাবে আগমন করে। শী'আ, সুন্নী সকলে মিলে অগণিত শির্ক ও বিদ'আতে লিপ্ত হয়। কোটি কোটি টাকার অপচয় হয় বিভিন্ন অনুষ্ঠানের নামে। সরকারী ছুটি ঘোষিত হয় ও সরকারীভাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি পালিত হয়। হোসায়েনের ভুয়া কবর তৈরী করে রাস্তায় তা'যিয়া বা শোক মিছিল করা হয়। ঐ ভুয়া কবরে হোসায়েনের রূহ হাযির হয় ধারণা করে তাকে সালাম করা হয়। তার সামনে মাথা ঝুঁকানো হয়। সেখানে সিজদা করা হয়, মনোবাঞ্ছা পূরণ করার জন্য প্রার্থনা করা হয়। মিথ্যা শোক প্রদর্শন করে বুক চাপড়ানো হয়, বুকের কাপড় ছিঁড়ে ফেলা হয়। 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করা হয়। রক্তের নামে লাল রং ছিটানো হয়। রাস্তা-ঘাট রং-বেরং সাজে সাজানো হয়। লাঠি-তীর-বল্লম নিয়ে যুদ্ধের মহড়া দেওয়া হয়। হোসায়েনের নামে কেক ও পাউরুটি বানিয়ে 'বরকতের পিঠা' বলে বেশী দামে বিক্রি করা হয়। হোসায়েনের নামে 'মোরগ' পুকুরে ছুঁড়ে ফেলে যুবক-যুবতীরা পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ে ঐ 'বরকতের মোরগ' ধরার প্রতিযোগিতায় মেতে ওঠে। সুসজ্জিত অশ্বারোহী দল মিছিল করে

কারবালা যুদ্ধের মহড়া দেয়। কালো পোশাক পরিধান বা কালো ব্যাজ ধারণ করা হয় ইত্যাদি। এমনকি অনেকে শোকের মাস ভেবে এই মাসে বিবাহ-শাদী করা অন্যায় মনে করে থাকেন। ঐ দিন অনেকে পানি পান করা এমনকি শিশুর দুধ পান করানোকেও অন্যায় ভাবেন।

ওদিকে উগ্র শী'আরা কোন কোন 'ইমাম বাড়া'তে হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর নামে বেঁধে রাখা একটি বকরীকে লাঠিপেটা করে ও অস্ত্রাঘাতে রক্তাক্ত করে বদলা নেয় ও উল্লাসে ফেটে পড়ে। তাদের ধারণা মতে আয়েশা (রাঃ)-এর পরামর্শক্রমেই আবুবকর (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অসুখের সময় জামা'আতে ইমামতি করেছিলেন ও পরে খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেকারণ আলী (রাঃ) খলীফা হ'তে পারেননি *(নাঊযুবিল্লাহ)*। হযরত ওমর, হযরত ওছমান, হযরত মু'আবিয়া (রাঃ), হযরত মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) প্রমুখ জলীলুল ক্বদর ছাহাবীকে এ সময় বিভিন্নভাবে গালি দেওয়া হয়।

এ ছাড়াও রেডিও-টিভি, পত্র-পত্রিকা, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একথা বুঝাতে চেষ্টা করে যে, আশূরায়ে মুহাররমের মূল বিষয় হ'ল শাহাদাতে হুসায়েন (রাঃ) বা কারবালার মর্মান্তিক ঘটনা। চেষ্টা করা হয় এটাকে 'হক ও বাতিলের' লড়াই হিসাবে প্রমাণ করতে। চেষ্টা করা হয় হুসায়েনকে 'মা'ছূম' ও ইয়াযীদকে 'মাল'ঊন' প্রমাণ করতে। অথচ প্রকৃত সত্য এসব থেকে অনেক দূরে।

আশূরা উপলক্ষ্যে প্রচলিত উপরোক্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানাদির কোন অস্তিত্ব এবং অশুদ্ধ আক্বীদা সমূহের কোন প্রমাণ ছাহাবায়ে কেরামের যুগে পাওয়া যায় না। আল্লাহ ব্যতীত কাউকে সিজদা করা যেমন হারাম, তা'যিয়ার নামে ভুয়া কবর যেয়ারত করাও তেমনি মূর্তিপূজার শামিল। যেমন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ زَارَ قَبْرًا بِلاَ مَقْبُوْرٍ كَأَنَّمَا عَبَدَ الصَّنَمَ، رواه البيهقى والطبرانى 'যে ব্যক্তি লাশ ছাড়াই ভুয়া কবর যেয়ারত করল, সে যেন মূর্তিকে পূজা করল'। *(বায়হাক্বী, ত্বাবারাণী। গৃহীত : আওলাদ হাসান কান্নৌজী 'রিসালাতু তাম্বীহিয যা-ল্লীন' বরাতে : ছালাহুদ্দীন ইউসুফ 'মাহে মুহাররম ও মউজূদাহ মুসলমান' (লাহোর : ১৪০৬ হিঃ) পৃঃ ১৫)।*

অনুরূপভাবে সবচেয়ে বড় কবীরা গোনাহ হ'ল ছাহাবায়ে কেরামকে গালি দেওয়া। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, তোমরা আমার সাহাবীগণকে গালি দিয়ো না কেননা (তাঁরা এমন উচ্চ মর্যাদার অধিকারী যে,) তোমাদের কেউ যদি ওহোদ পাহাড় পরিমাণ সোনাও আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তবুও তাদের এক মুদ বা অর্ধ মুদ অর্থাৎ সিকি ছা' বা তার অর্ধেক পরিমাণ (যব খরচ)-এর সমান ছওয়াব পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৫৯৯৮)*।

শোকের নামে দিবস পালন করা, বুক চাপড়ানো ও মাতম করা ইসলামী রীতি নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ঐ ব্যক্তি আমাদের দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি শোকে নিজ মুখে মারে, কাপড় ছিঁড়ে ও জাহেলী যুগের

ন্যায় মাতম করে'। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৫)।*

অন্য হাদীছে এসেছে যে, 'আমি ঐ ব্যক্তি হ'তে দায়িত্ব মুক্ত, যে ব্যক্তি শোকে মাথা মুণ্ডন করে, উচ্চৈঃস্বরে কাঁদে ও কাপড় ছিঁড়ে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭২৬)।*

বিদ'আতের সূচনা :

আব্বাসীয় খলীফা মুত্বী' বিন মুক্বতাদিরের সময়ে (৩৩৪-৩৬৩হিঃ/৯৪৬-৯৭৪ খৃঃ) তাঁর কট্টর শী'আ আমীর আহমাদ বিন বূইয়া দায়লামী ওরফে 'মুইযযুদ্দৌলা' ৩৫১ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ তারিখে বাগদাদে হযরত ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের তারিখকে তাদের হিসাবে খুশীর দিন মনে করে 'ঈদের দিন' (عيد غدير خم) হিসাবে ঘোষণা করেন। শী'আদের নিকটে এই দিনটি পরবর্তীতে ঈদুল আযহার চাইতেও গুরুত্ব পায়। অতঃপর ৩৫২ হিজরীর শুরুতে ১০ই মুহাররমকে তিনি 'শোক দিবস' ঘোষণা করেন এবং সকল দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন ও মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন। শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। শী'আরা খুশী মনে এই নির্দেশ পালন করে। কিন্তু সুন্নীরা চুপ হয়ে যান। পরে সুন্নীদের উপরে এই ফরমান জারি করা হলে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ বেধে যায়। ফলে বাগদাদে তীব্র নাগরিক অসন্তোষ ও সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়। *(ইবনুল আছীর, তারীখ ৮/১৮৪ পৃঃ; গৃহীত : মাহে মুহাররম পৃঃ ১৮-২০)।*

বলা বাহুল্য বাগদাদের সুন্নী খলীফার শক্তিশালী শী'আ আমীর মুইয্যুদ্দৌলার চালু করা এই বিদ'আতী রীতির ফলশ্রুতিতে আজও ইরাক, ইরান, পাকিস্তান ও ভারত সহ বিভিন্ন মুসলিম এলাকায় আশূরার দিন চলছে শী'আ-সুন্নী পরস্পরে গোলযোগ ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

শী'আ চক্রান্তের ফাঁদে সুন্নীগণ :

শী'আ লেখকদের অতিরঞ্জিত লেখনীতে বিভ্রান্ত হয়ে যেমন বহু ইতিহাস লিখিত হয়েছে, তেমনি 'বিষাদ সিন্ধু'-র ন্যায় সাহিত্য সমূহের মাধ্যমে বহু কল্পকথাও এদেশে চালু হয়েছে। বঙ্গদেশের রাজনৈতিক ক্ষমতায় বহু বৎসর যাবৎ শী'আদের অবস্থান থাকার কারণে হুসায়েন ও কারবালা নিয়ে অলৌকিক সব কল্পকাহিনী এদেশের মানুষের মন-মগযে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এছাড়াও তারা অতি সুকৌশলে এদেশের শিক্ষিত সুন্নী মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার জন্য কিছু পরিভাষা চালু করে দিয়েছে। যেমন সম্মান প্রকাশের জন্য উপমহাদেশে ছাহাবীগণের নামের পূর্বে 'হযরত' বলা হয় ও শেষে দো'আ হিসাবে 'রাযিয়াল্লা-হু 'আন্হু' বলা হয় ও সংক্ষেপে (রাঃ) লেখা হয়। কিন্তু হযরত হুসায়েন (রাঃ)-এর নামের পূর্বে 'ইমাম' এবং শেষে নবীগণের ন্যায় 'আলাইহিস সালাম' বলা হচ্ছে ও সংক্ষেপে (আঃ) লেখা হচ্ছে। এর কারণ এই যে, শী'আদের আক্বীদা মতে 'ইমাম'গণ নবীগণের ন্যায় মা'ছূম বা নিষ্পাপ। হুসায়েন (রাঃ) তাদের অনুসরণীয় বারো ইমামের অন্যতম।

তাদের ভ্রান্ত আক্বীদা মতে নবীগণের ন্যায় 'ইমাম'গণ আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে মনোনীত হন।

সেকারণ নবীগণের ন্যায় ইমামগণের নামের শেষে তারা 'আলাইহিস সালাম' বলেন।

পক্ষান্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিশুদ্ধ আক্বীদা মতে ছাহাবীগণ 'মা'ছূম' বা নিষ্পাপ নন এবং তাঁরা নবীগণের সমপর্যায়ভুক্ত নন। অতএব সুন্নী আলেম ও বিদ্বানগণের উচিত হবে শী'আদের সূক্ষ্ম চতুরতা হ'তে সাবধান থাকা; যেন আমাদের ভাষার মাধ্যমে তাদের ভ্রান্ত আক্বীদার প্রচার না হয়।

ইয়াযীদ-কে আমরা কখনোই 'মালঊন' বা অভিশপ্ত বলব না। বরং সকল মুসলমানের ন্যায় আমরা তার মাগফেরাতের জন্য দো'আ করব। ইমাম গাযযালী (৪৫০-৫০৫ হিঃ) বলেন, 'হুসায়েনকে তিনি হত্যা করেননি, হত্যা করার হুকুম দেননি, হত্যা করায় খুশীও হননি। এমনকি ওবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদ প্রেরিত সেনাদলের নেতা ওমর বিন সা'দ সহ বহু সৈন্য হুসায়েন (রাঃ)-কে হত্যার ঘোর বিরোধী ছিলেন। এক পর্যায়ে অন্যতম সৈন্যাধ্যক্ষ কূফার বীর সন্তান হোর বিন ইয়াযীদ পক্ষত্যাগ করে ইবনে যিয়াদ বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে নিহত হন। অতএব ইবনে যিয়াদের কঠোর নির্দেশ ও শিমার বিন যিল-জাওশান-এর নিষ্ঠুরতাই ছিল এই হত্যাকাণ্ডের জন্য মূলতঃ দায়ী। আল্লাহ আমাদেরকে শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদা ও আমল হ'তে দূরে থেকে সঠিক আমল করার তাওফীক দিন-আমীন!

বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত 'আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' শীর্ষক গ্রন্থ।

(২)
ইসলামে পানাহারের আদব

আসাদুল্লাহ আল-গালিব
পরিচালক, সোনামণি রাজশাহী মহানগর।

উপস্থাপনা : মানুষ সামাজিক জীব। এই সমাজ জীবনে চলতে তাকে নানাবিধ প্রয়োজনের সম্মুখীন হ'তে হয়। তার মধ্যে অন্যতম হল পানাহার-যা ছাড়া মানুষের জীবন ধারণ অসম্ভব। তাই এ সম্পর্কে ইসলামের নির্দেশনা তুলে ধরার জন্যই আলোচ্য নিবন্ধের অবতারণা।

হালাল খাদ্য ভক্ষণ করা :

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে মুমিনগণ! আমি তোমাদেরকে যেসব পবিত্র বস্তু প্রদান করেছি তা হতে আহার কর এবং আল্লাহ্র কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা একমাত্র তাঁরই ইবাদত করে থাক *(বাক্বারাহ ২/১৭২)*।

২. আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, 'যারা অনুসরণ করে এ রাসূলের যিনি নিরক্ষর নবী, যার সম্পর্কে তারা তাওরাত ও ইঞ্জীল যা তাদের নিকট রয়েছে তাতে লিপিবদ্ধ পায়। যিনি তাদেরকে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করেন এবং তাদের জন্য সমস্ত পবিত্র বস্তু হালাল করেন ও অপবিত্র বস্তুসমূহ হারাম করেন' *(আরাফ ৭/১৫৭)*।

সম্মানী ব্যক্তির মাধ্যমে খাওয়া শুরু :

হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমরা যখন রাসূল (ছাঃ)-এর সঙ্গে কোন খানা খাওয়ার জন্য হাযির হতাম, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যতক্ষণ তাঁর হাত খানায় না রাখতেন ততক্ষণ আমরা হাত দিতাম না' *(মুসলিম হা/ ২০১৭)*।

'বিসমিল্লাহ' বলা ও নিজের দিক থেকে খাওয়া :

১. উমর ইবনু আবু সালামা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে একজন বালক ছিলাম। আমার হাত খাবার পাত্রে এক স্থানে স্থির থাকত না। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বলেন, হে বালক! 'বিসমিল্লাহ' বল, ডান হাত দ্বারা খাও ও নিজের সামনে থেকে খাও। সুতরাং তখন থেকেই আমি নিয়ম অনুসারে খাই *(বুখারী হা/৫৩৭৬, মুসলিম হা/২০২২)*।

২. ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি খাবারের শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' ভুলে গেল সে যেন যখনই স্মরণ হবে তখনই বলে, 'বিসমিল্লাহি আউওয়ালাহূ ওয়া আখিরাহূ'। অতঃপর সে তাতে পতিত হওয়া দূষিত জিনিস থেকে বিরত থাকবে' *(আবু দাঊদ হা/৪২০২)*।

ডান হাতে পানাহার করা :

ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ খাবে সে যেন ডান হাতে খায়, যখন পান করবে তখন ডান হাতেই পান করে। কেননা শয়তান তার বাম হাতে খায় ও পান করে' *(মুসলিম হা/২০২০)*।

তিন নিঃশ্বাসে পান করা ও বাইরে নিঃশ্বাস ফেলা :

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী (ছাঃ) পান করার সময় তিনবার শ্বাস গ্রহণ করতেন ও বলতেন, 'নিশ্চয়ই তা অতি তৃপ্তিদায়ক, নিরাপদ ও উত্তম' *(বুখারী হা/৫৬৩১, মুসলিম হা/২০২৮)*।

অন্যকে পান করানোর পদ্ধতি :

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) এর নিকট কিছু পানি মিশ্রিত দুধ নিয়ে আসা হল, এমতাবস্থায় তাঁর ডানে ছিল একজন বেদুইন ও বামে ছিলেন আবু বকর (রাঃ)। তিনি পান করে প্রথমে প্রদান করলেন (ডানে অবস্থিত) বেদুইনকে ও বললেন, ডানের দিক অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত *(বুখারী হা/২৩৫২, মুসলিম হা/২০২৯)*।

দাঁড়ানো অবস্থায় পান না করা :

১. আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) দণ্ডায়মান অবস্থায় পান করা থেকে নিষেধ করেন *(মুসলিম হা/২০২৫)*। ২. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে দণ্ডায়মান অবস্থায় পান করতে দেখে বলেন, 'বমি করে ফেলো' সে বলে কেন? তিনি বলেন, 'তুমি কি পসন্দ করো যে, তোমার সাথে বিড়াল পান করুক? সে বলে না, তিনি বলেন, (এখন তো) তোমার সাথে অবশ্যই তার চেয়ে নিকৃষ্ট শয়তান পান করল' *(আহমাদ হা/৭৯৯০)*।

আহারের পদ্ধতি :

১. কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিন আঙ্গুলি দ্বারা আহার করতেন এবং হাত মুছার (ধৌতকরার) পূর্বে চাটতেন *(মুসলিম হা/২০৩২)*। ২. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) যখন কোন খাবার খেতেন, তখন তাঁর তিনটি আঙ্গুলি চাটতেন, আর তিনি বলতেন, যখন তোমাদের কোন লোকমা পড়ে যায়, তা পরিষ্কার করে খেয়ে নাও। শয়তানের জন্য ছেড়ে দিও না। রাবী বলেন, তিনি আমাদেরকে প্লেট মুছে খাওয়ারও নির্দেশ দেন

এবং বলেন, তোমরা অবশ্যই জান না তোমাদের কোন খাবারের মধ্যে বরকত নিহিত আছে *(মুসলিম হা/২০৩৪)*। ৩. ইবনু উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (সম্মিলিতভাবে খাওয়ার সময়) সঙ্গীদের অনুমতি ব্যতীত এক সাথে দুই খেজুর খেতে নিষেধ করেন *(বুখারী হা/২৪৫৫)*। ৪. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) বলেন, তোমাদের প্রত্যেকেই যেন ডান হাত দ্বারা পানাহার করে, ডান হাত দ্বারা (কোন কিছু) গ্রহণ করে এবং ডান হাত দ্বারা (কোন কিছু) প্রদান করে, কেননা শয়তান তার বাম হাত দ্বারা পানাহার করে, বাম হাত দ্বারা প্রদান করে ও বাম হাত দ্বারাই গ্রহণ করে *(ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৬)*।

আহারের পরিমাণ :

মিকদাম (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, 'পেটের চেয়ে মন্দ কোন থলি মানুষ পূর্ণ করে না। মানুষের মেরুদণ্ড সোজা করতে যতটুকু খাবার প্রয়োজন ততটুকুই তার জন্য যথেষ্ট। অতএব যখন আহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখন পেটের এক তৃতীয়াংশ খাদ্য গ্রহণ, এক তৃতীয়াংশ পানীয় গ্রহণ ও এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য (নির্ধারণ করবে) *(তিরমিযী হা/২৩৮০, ইবনু মাজাহ হা/৩৩৪৯)*।

খাদ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা না করা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন নবী (ছাঃ) কখনো কোন খাদ্যের দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করতেন না। যদি পসন্দ করতেন তবে তা খেতেন, আর যদি অপসন্দ করতেন তবে তা ছেড়ে দিতেন *(বুখারী হা/৫৪০৯, মুসলিম হা/২০৬৪)*।

অধিক আহার না করা :

ইবনু উমর (রাঃ) নবী (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, 'মুমিন এক পেটে খায় ও কাফের সাত পেটে খায়' অর্থাৎ সে সর্বদা বেশী খায় *(বুখারী হা/৫৩৯৩, মিশকাত হা/৪১৩৭)*।

আহার করানো ও আহারে সহযোগিতার ফযীলত :

১. জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ) কে বলতে শুনেছি, 'এক মুমিনের খানা দুই মুমিনে খায়। দুই মুমিনের খানা চার মুমিনে খায় এবং চার মুমিনের খানা আট মুমিনে খায়' অর্থাৎ সে সর্বদা পরিমাণে কম খায় *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪১৭৮)*। ২. আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, 'জনৈক ব্যক্তি নবী (ছাঃ) কে জিজ্ঞেস করল, ইসলামের কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বলেন, অপরকে খাদ্য খাওয়ানো এবং পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম প্রদান করা' *(বুখারী হা/৬২৩৬, মুসলিম হা/৩৯)*। ৩. আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট যখন কোন খানা আসত, তখন তা থেকে তিনি খেয়ে আমার জন্য অতিরিক্তটুকু পাঠিয়ে দিতেন' *(মুসলিম হা/২০৫৩)*।

খাদ্যের প্রশংসা করা :

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) স্বীয় পরিবারের নিকট তরকারীর ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তারা উত্তর দেয় যে, সিরকা ব্যতীত অন্য কিছু নেই, তিনি তা নিয়ে আসতে বলেন, অতঃপর তিনি তা খাওয়া শুরু করেন ও বলতে থাকেন, কতই না উত্তম এই সিরকার তরকারী, কতই না উত্তম এই সিরকার তরকারী! *(মুসলিম হা/২০৫২)*।

পানীয় বস্তুতে ফুঁক না দেয়া :

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'নবী (ছাঃ) পাতিলের ছিদ্র দিয়ে পান করতে এবং পানীয় বস্তুতে ফুঁক দিতে নিষেধ করেছেন' *(আবু দাঊদ হা/৩৭২২, তিরমিযী হা/১৮৮৭)*।

পরিবেশনকারী সব শেষে পান করবে :

আবু কাতাদা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের সামনে খুৎবা প্রদান করার শেষ পর্যায়ে বলেন, জাতির পানীয় পরিবেশনকারী সর্বশেষ পানকারী' *(মুসলিম হা/৬৮১)*।

সম্মিলিত ভাবে আহার করা :

অহশী ইবনে হারব তার পিতা থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন, 'নবী (ছাঃ)-এর ছাহাবাগণ অভিযোগ করেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) আমরা আহার করি কিন্তু তৃপ্তি পাই না, তিনি বলেন, 'সম্ভবত তোমরা বিচ্ছিন্নভাবে আহার কর' তারা বলল হ্যাঁ, তিনি বললেন, তোমরা সম্মিলিতভাবে আহার কর এবং 'বিসমিল্লাহ' বল, তবে তাতে তোমাদের জন্য বরকত হবে *(আবু দাঊদ হা/৩৭৬৪, ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৬)*।

মেহমানের সম্মান ও নিজেই তার সেবা করা :

১. আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমার নিকট ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'সালাম' উত্তরে সে বলল, 'সালাম'। তারা তো অপরিচিত লোক। অতঃপর ইবরাহীম তার স্ত্রীর নিকট গেল এবং একটি মোটা বাছুর (ভুনা) নিয়ে আসল ও তাদের সামনে রাখল এবং বলল, তোমরা খাচ্ছ না কেন? *(যারিয়াত ৫৫/২৪-২৭)*। ২. আবু শুরাইহ আল কা'বী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের সম্মান করে। একদিন ও একরাত্রি হল তার প্রাপ্য। আতিথেয়তা হল তিন দিন, তারপর হবে ছাদাকা। আর তাকে (মেজবানকে) অসুবিধায় ফেলে তার নিকট মেহমানের (বেশি দিন) অবস্থান করা জায়েয নেই *(বুখারী হা/৬১৩৫, মুসলিম হা/৪৮)*।

আহারের জন্য বসার পদ্ধতি :

১. আবু জুহায়ফা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমি হেলান দিয়ে অবশ্যই আহার করি না' *(বুখারী হা/৫৩৯৮)*। ২. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি উভয় গোছা খাড়া করে নবী (ছাঃ) কে উভয় নিতম্বের উপর বসে খেজুর খেতে দেখেছি' *(মুসলিম হা/২০৪৪)*। ৩. আব্দুল্লাহ ইবনে বুসর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি নবী (ছাঃ) কে একটি ছাগল হাদিয়া দেই, তখন তিনি হাঁটু গেড়ে উপবেশন করে খাচ্ছিলেন, তারপর এক বেদুইন বলল, এ কোন ধরনের বসা? তিনি উত্তর দেন, 'আমাকে আল্লাহ নম্র ও বিনয়ী বান্দা বানিয়েছেন, হটকারী ও অহংকারী বানাননি *(আবু দাঊদ হা/ ৩৭৭৩, ইবনু মাজাহ হা/৩২৬৩)*।

ব্যস্ত ব্যক্তির খাওয়ার নিয়ম :

আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কে কিছু খেজুর প্রদান করা হলে তিনি তা দ্রুতভাবে বণ্টন করতেছিলেন

ও দ্রুত তা থেকে কিছু খাচ্ছিলেন' (বসার সুযোগ পাননি) *(মুসলিম হা/২০৪৪)*।

পানির পাত্র ঢাকা ও বিসমিল্লাহ বলা :

জাবের (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, '(ঘুমানোর সময়) দরজা বন্ধ কর ও বিসমিল্লাহ বল, তোমার ঘরের আলো নিভিয়ে দাও ও 'বিসমিল্লাহ' বল। তোমার পানির পাত্রের মুখ ঢেকে রাখ ও 'বিসমিল্লাহ' বল এবং তোমার বাসনপত্র ঢেকে রাখ ও 'বিসমিল্লাহ' বল। এমনকি সামান্য কিছু হলেও তার উপর কিছু দিয়ে রাখ' *(বুখারী হা/৩২৮০, মুসলিম হা/২০১২)*।

খাদেমের সাথে আহার করা :

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কারো নিকট তার খাদেম খানা নিয়ে আসে, আর সে যদি তাকে তার সাথে না বসায়, তবে তাকে অন্তত কিছু খাবার যেন প্রদান করে। কেননা সে খাদ্য তৈরীর তাপ ও কষ্ট সহ্য করেছে *(বুখারী হা/৫৪৬০, মুসলিম হা/১৬৬৩)*।

ছালাতের আগে খাদ্য খাওয়া :

আনাস ইবনে মালেক (রাঃ) নবী (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যখন রাতের খাবার এসে যায় এবং ছালাতের এক্বামত দেয়া হয় তখন তোমরা প্রথমে রাতের খাবার খেয়ে নাও' *(বুখারী হা/৫৪৬৩; মুসলিম হা/৫৫৭)*।

প্লেট থেকে খাওয়ার পদ্ধতি :

ইবনু আব্বাস (রাঃ) নবী (ছাঃ) হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ খানা খাবে সে যেন প্লেটের (মাঝের) উপর থেকে না খায়; বরং সে যেন তার নিচ (পার্শ্ব) থেকে খায়। কেননা মধ্যখানে বরকত অবতীর্ণ হয় *(আবু দাঊদ হা/৩৭৭২, ইবনু মাজাহ হা/৩২৭৭)*।

দুধ পান করলে কি করবে :

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) কিছু দুধ পান করার পর পানি নিয়ে ডাকেন ও কুলি করেন এবং বলেন, 'দুধ তৈলাক্ত জিনিস' *(বুখারী হা/২১১; মুসলিম হা/৩৫৮)*।

পানাহারের পরে আল্লাহ্র প্রশংসা করার ফযীলত :

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন যখন সে খানা খেয়ে তাঁর প্রশংসা করে বা পান করে তাঁর প্রশংসা করে *(মুসলিম হা/২৭৩৪)*।

আহারের পরের দো'আ :

১. নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আহার করার পর বলল, 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমানী হাযাতত্বয়ামা ওয়া রাযাকানীহ মিন গাইরি হাওলিমিন্নী ওয়া লা কুউয়াহ'। তার বিগত গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে *(আবু দাঊদ হা/৪০২৩, ইবনু মাজাহ হা/৩২৮৫)*। ২. আবু উমামা (রাঃ) হতে বর্ণিত নবী (ছাঃ) যখন তার দস্তরখানা উঠাতেন তখন বলতেন, 'আলহামদুলিল্লাহি কাছীরান তাইয়িবান মুবারাকান ফীহ, গাইরা মাকফিয়্যিন ওয়া লা মুয়াদদায়িন ওয়ালা মুস্তাগনান 'আনহু রব্বানা *(বুখারী হা/৫৪৫৮)*।

৩. আবু উমামা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) যখন খানা খাওয়া শেষ করতেন, দস্তরখানা উঠিয়ে নিতেন তখন তিনি বলতেন, 'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী কাফানা ওয়া আরওয়ানা গাইরা

মাকফিয়্যিন ওয়া লা মাকফূরিন *(বুখারী হা/৫৪৫৯)*।

৪. আবু আইয়ূব আনছারী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পানাহার করতেন তখন বলতেন, 'আল হামদুলিল্লাহিল্লাযী আত্ব'আমা ওয়া সাকা ওয়া সাওয়াগাহু ওয়া জা'আলা লাহু মাখরাজা *(আবু দাঊদ হা/৩৮৫১)*।

মেহমানের আগমন ও প্রত্যাগমনের সময় :

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমাদেরকে অনুমতি দেয়া না হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না করেই খাওয়ার জন্য নবীর গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহ্বান করা হলে তোমরা প্রবেশ করো এবং খাওয়া শেষে চলে যাও, তোমরা কথাবার্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়ো না, *(আহযাব ৩৩/৫৪)*।

মেহমানের পক্ষ হতে মেজবানের জন্য দো'আ :

১. 'আলাহুম্মা বারিকলাহুম ফী মা রাযাকতাহুম, ওয়াগফির লাহুম ওয়ারহামহুম *(মুসলিম হা/ ২০৪২)*। ২. আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (ছাঃ) সা'দ ইবনে উবাদার বাড়িতে আসেন, অতঃপর সা'দ রুটি ও তৈল পেশ করলে তিনি খাওয়ার পর বলেন, 'আফত্বরা 'ইন্দাকুমছছা-য়িমূন, ওয়া আকালা ত্ব'আমাকুমুল আবরা-র, ওয়া ছাল্লাত 'আলাইকুমল মালা-ইকাহ *(আবু দাঊদ হা/ ৩৮৫৪, ইবনু মাজাহ হা/১৭৪৭)*।

উপসংহার : *আল্লাহ প্রদত্ত নে'মত পানাহারের মাধ্যমে আমরা দুনিয়ায় জীবন ধারণ করি। তাই পানাহারের ইসলামী আদব রক্ষা করা ও সে অনুযায়ী সোনামণিদেরকে শিক্ষা দেওয়া আমাদের উচিত।*

(৩)

বিশ্ব বরেণ্য অমুসলিমদের ইসলাম গ্রহণ

সিরাজুল ইসলাম, ১০ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ 'নিশ্চয় আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম হ'ল ইসলাম *(আলে-ইমরান ৩/১৯)*। পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম নেই যাদের ধর্ম গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তাদের ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত। কিন্তু ইসলাম তার পরোপুরি বিপরীত। যা উপরোক্ত কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রমাণিত। সত্যিকারার্থে ইসলামই মানুষের ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক তথা মানব জীবনের সকল ক্ষেত্রে এক অনুপম আদর্শ উপস্থাপন করেছে। ইসলাম মানুষকে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি শিখিয়েছে। যুগে যুগে যারাই ইসলামের প্রতি মনোনিবেশ করেছে, তারাই ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। অনেক অমুসলিম ইসলামের প্রতি অনুরাগী কিংবা বৈরীভাবাপন্ন মন নিয়ে গবেষণার শেষক্ষণে ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিশ্ববরেণ্যদের ইসলাম গ্রহণ একটি নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। আর কেনই হবে না? ইসলাম যে একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ জীবন বিধান। সত্যপিয়াসী এক মার্কিন সাংবাদিক 'আমিনা এসলিমা' খৃস্ট ধর্ম প্রচার করতে গিয়ে নিজেই ১৯৭৭ সালের ২১শে মে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে শান্তির ধর্ম ইসলামে প্রবেশ করেন।

ওমর, খালেদ বিন ওয়ালিদ ও আবু সুফিয়ান (রাঃ)-এর মত বীর সেনারা ইসলামের শত্রু থাকা সত্ত্বেও ইসলামের সুমহান বাণী ও সম্প্রীতি উপলব্ধি করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। সে যুগে ইয়ামানের ঝাঁড়-ফুঁককারী কবিরাজ যেমাদ আযদী মক্কায় এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথিত ঝাঁড়ফুকের তদবীর করতে গিয়ে তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী কালেমায়ে শাহাদাত শ্রবণ করে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ইসলাম কবুল করেছিলেন। যেই পাশ্চাত্য ইসলামের অপ্রচার চালাতে সদা-সর্বদা ব্যাপৃত, সেই পাশ্চাত্যেই ইসলাম দ্রুত বর্ধনশীল। ১৯০০ সালে আমেরিকাতে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ১০,০০০। ১৯৩১ সালে সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ মিলিয়নে। ২০১৩ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্বে প্রতিবছর ২,৮৮,০১১ জন ইসলাম গ্রহণ করেন। 'আমার দেশ' পত্রিকার এক পরিসংখ্যানে ২০০৯ সাল থেকে ২০১৪ সালের মে মাস অবধি শুধু দুবাইয়ে ২৭,৩১৪ জন অমুসলিম ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছেন; যাদের অধিকাংশই ভারত, শ্রীলঙ্কা, নেপাল ও ফিলিপাইনের নাগরিক *(অনলাইন আমার দেশ ১৪ মে, ২০১৪)*। বিশ্বে ইসলাম গ্রহণের যে জোয়ার বয়ে যাচ্ছে তার মধ্যে অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিও রয়েছেন যাদের পরিচয় সোনামণিদের সম্মুখে তুলে ধরার জন্য আমাদের এ ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা-

১. মুহাম্মাদ আলী : অমুসলিমদের মধ্যে যেসব সুপরিচিত লোক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন তাদের মধ্যে মার্কিন বক্সার 'মুহাম্মাদ আলী দ্যা গ্রেটেস্ট' উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু একজন বক্সারই ছিলেন না বরং অন্যায়, যুলুম, নির্যাতন ও নিপিড়নের বিরুদ্ধে সর্বদা সোচ্চার এবং বলিষ্ঠ কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। মুহাম্মাদ আলী ১৯৪২ সালের ১৭ই জানুয়ারী যুক্তরাষ্ট্রের কেন্টাকি রাজ্যের লুইসভিলে এক খ্রিস্টান পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। তার আসল নাম ছিল ক্যাসিয়াস ক্লে জুনিয়র। ১৯৬০ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে প্রথম বারের মত বক্সিংয়ে বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হয়ে তিনি সারাবিশ্বে চমক সৃষ্টি করেন। একই বছর রোম অলিম্পিকে সোনা জয়ের পর সবার মনে জায়গা করে নেন। ১৯৬৪ সালে ২২ বছর বয়সে তিনি দ্বিতীয় বারের মত চ্যাম্পিয়ন শিরোপা জয় করেন। এ সময় তিনি ইসলাম কবুল করেন এবং নিজের নাম পাল্টিয়ে 'মুহাম্মাদ আলী' ধারণ করেন। তাৎক্ষণিক তাঁর ইসলাম গ্রহণের পরিপ্রেক্ষিতে সারা বিশ্বে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ১৯৬৫ সালে তাঁকে ভিয়েতনাম যুদ্ধে আহ্বান জানানো হলে, তিনি এ যুদ্ধকে অনৈতিক ও কুরআনের শিক্ষা বিরুদ্ধ বলে প্রত্যাখান করেন। তিনি তিনবার প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে মার্কিন সরকার ৪র্থ দফায় তাঁকে শাস্তিস্বরূপ কারারুদ্ধ করে ও তাঁর চ্যাম্পিয়নশীপের খেতাব কেড়ে নেয়। অতঃপর আইনী লড়াই করে আড়াই বছর পর তিনি জিতে যান ও চ্যাম্পিয়নশীপের খেতাব ফিরে পান। তিনি ৩ বছর সাত মাস কারাবাস থাকার পর পুনরায় ১৯৭৪ সালের বিশ্ব অলিম্পিকে তখনকার বিশ্ব হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন 'জো ফ্রেজিয়াকে' হারিয়ে তৃতীয় বারের মত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হন। ১৯৮১ সালে অবসর গ্রহণের আগ পর্যন্ত ৩০ বছরের ক্যারিয়ারে সর্বমোট

৬১ টি লড়াইয়ের মধ্যে ৫৬ টি জিতে, তিনি এক অনন্য রেকর্ড সৃষ্টি করেন। ব্যক্সিং ক্যারিয়ারের শেষে তিনি বাকী জীবন আল্লাহ্‌র পথে কাজ করার ও মানুষের মধ্যে শান্তির বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার মনস্থ করেন। তিনি ১৯৯৬ সালে 'সামার অলিম্পিকের' মশাল জ্বালানোর দায়িত্ব পালন করেন। বিবিসির চোখে তিনি স্বীকৃতি পান শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব হিসাবে। মুহাম্মাদ আলী ১৯৭৮ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী সপরিবারে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমন্ত্রণে বাংলাদেশ সফর করেন। সে দিন পল্টনে অবস্থিত ঢাকা স্টেডিয়ামে ২০ লাখ দর্শক তাকে সংবর্ধনা জানায়। তাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব ও কক্সবাজার শহরের কলাতলীতে এক বিঘা জমি উপহার দেওয়া হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন 'যদি স্বর্গ দেখতে চাও তাহলে বাংলাদেশে যাও'। মুহাম্মাদ আলী এ বছর ৩রা জুন শুক্রবার দিবাগত রাতে ৭৪ বছর বয়সে দুরারোগ্য পারকিনসন্স রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান *(মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ২০১৬ পৃঃ ৪৪ ও তাওহীদের ডাক, জুলাই-আগস্ট ২০১৬ পৃঃ ৩৯)।*

তার বিখ্যাত দু'টি উক্তি :

ক. 'আমি সিগারেট খাইনা, কিন্তু আমি পকেটে একটি ম্যাচ বক্স রাখি এ জন্য যে, যখনই আমার অন্তর পাপের দিকে ধাবিত হয় তখনই আমি একটি ম্যাচের কাঠিতে আগুন ধরিয়ে আমার হস্ততালুতে চেপে ধরি আর বলি হে আলী! তুমি এই সামান্য ম্যাচের কাঠির আগুন সহ্য করতে পারছ না, তাহলে জাহান্নামের ভয়াবহ আগুন তুমি কিভাবে সহ্য করবে'?

খ. 'প্রতিদিন এভাবে বাঁচো, যেন এটাই তোমার শেষ দিন। কেননা একদিন তুমি সত্যের সন্ধান পেতে যাচ্ছ'।

২. ড. আবু আমিনাহ বেলাল ফিলিপস :

ড. বেলাল ফিলিফস একজন সুপরিচিত শিক্ষক, বক্তা ও লেখক। তিনি Peace TV এর একজন উল্লেখযোগ্য বক্তা। এ ছাড়াও তিনি দুবাই-ভিত্তিক বিভিন্ন টিভি চ্যানেলে বক্তব্য দেন। তিনি বর্তমান কাতারে বসবাসরত। তিনি ৬ই জানুয়ারী ১৯৪৬ সালে জ্যামাইকায় একটি খ্রিস্টান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হন কানাডায়। তাঁর পূর্বের নাম ছিল ডেনিস ব্রাডলি ফিলিপস। ষাটের দশকের শেষ দিকে ভ্যানকুভারে 'সাইমন ফ্রেসার ইউনিভার্সিটিতে' অধ্যয়নরত অবস্থায় বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেন। আস্তে আস্তে কম্যুনিজমের প্রতি তাঁর আগ্রহ বাড়তে থাকে। কিন্তু কিছু দিন পর কম্যুনিস্ট পার্টির নেতাদের অনৈতিক আচরণে ও তাদের মাধ্যমে সমাজ সংস্কার অসম্ভব মনে করে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলন হতে ফিরে আসেন। ১৯৭১ সালে তিনি হিন্দু, বৌদ্ধ ও বিভিন্ন ধর্ম নিয়ে গবেষণার সময় তাঁর বন্ধুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। ১৯৭৯ সালে তিনি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের আদ দ্বীন অনুষদ থেকে আরবী ভাষায় বি. এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৬ সালে তিনি রিয়াদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামিক থিওলজী তে এম. এ ডিগ্রী লাভ করেন। একই বিষয়ের উপর ১৯৯৪ সালে তিনি ডক্টরেট ডিগ্রী নেন ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলস এর ইসলামিক স্টাডিজ অনুষদ

থেকে। তিনি ইসলামিক অনলাইন ইউনিভার্সিটি প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানে ছাত্ররা অনলাইনে ইসলামী শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে এবং গ্রাজুয়েশন শেষে করার পর সে ভার্সিটি থেকে ছাত্রদেরকে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপে-এর শাখা রয়েছে। 'Fandamentals of TAWHEED' হচ্ছে তার বিখ্যাত বই। ২০১৪ সালে ১৭ই জুন তিনি বাংলাদেশে সিয়ান পাবলিকেশনস কর্তৃক আমন্ত্রিত হন। কিন্তু সরকারী বিরোধিতায় তাকে বক্তব্য দিতে দেওয়া হয়নি। তাই পরের দিন ১৮ই জুন তিনি নিজ দেশে ফিরে যান। তার একটি বিখ্যাত বাণী : 'আপনি যেদিন বুঝতে পারবেন, ইসলামের জন্য কী সুবিশাল কাজ করা প্রয়োজন, অথচ হাতে অনেকটা কম সময় আছে, সে দিন জানবেন ছুটির দিন কাটানোর মত কোন সময় নেই'।

৩. ইউসুফ এস্টেস : ইউসুফ এস্টেস একজন বিখ্যাত বক্তা ও ইসলাম প্রচারক। তিনি সাধারণত ইংরেজী ভাষায় বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি Peace TV সহ আমেরিকা ভিত্তিক অনেক TV চ্যানেলে বক্তব্য দেন। ইউসুফ এস্টেস ছোটদের কাছে খুবই প্রিয়। ১৯৪৪ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি আমেরিকার ওহিও অঙ্গরাজ্যে এক প্রটেস্টেন্ট পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বেড়ে ওঠেন টেক্সাস অঙ্গরাজ্যর হাসটন শহরে। তিনি একজন মিনিস্টার (যারা প্রটেস্টেন্টদের মধ্যে ধর্ম যাজক হয়) ছিলেন। তাঁর পিতাও একজন মিনিস্টার ছিলেন। ইউসুফ এস্টেসের সাথে এক মিসরীয় মুসলিম মুহাম্মাদের সাক্ষাত হয়েছিল। মুহাম্মাদের মধ্যে ইসলামের আদর্শ, মৈত্রী, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও ভালবাসা দেখে ইউসুফ এস্টেস ইসলামের ছায়াতলে আসেন এবং ইসলাম প্রচারে নিজেকে উৎসর্গ করেন।

৪. ইউসুফ চেম্বার : ইউসুফ চেম্বার ইংল্যান্ডের সা'রের ওকিং-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিশ্বে মুসলিম হিসাবে একজন সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব। যিনি প্রায়ই Peace TV তে ড. জাকির নায়েক-এর সাথে বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করে থাকেন। তিনি ইংল্যাণ্ডে ও বিদেশে বহু মুসলিম সংস্থার সাথে কাজ করেন। বিখ্যাত 'আল জামুয়াহ' ম্যাগাজিনের সাথে তিনি সম্পৃক্ত। ইউসুফ চেম্বারের ইসলাম গ্রহণের কাহিনীটি মজার কিন্তু বৃহৎ। চেম্বার সব সময় তার আত্মশুদ্ধির জন্য ফাদারের কাছে চার্চে যেতেন; কিন্তু ফাদার তার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতো না। ফলে তার মনের গহীনে সব প্রশ্ন লুক্কায়িত থাকত। একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ভাষ্যমতে, তিনি একদা রামাযান মাসে তাঁর বান্ধবীর নিকট যান, তার বান্ধবী তাকে ছাফ জানিয়ে দেয় তাকে স্পর্শ না করতে। কেননা তার বান্ধবী ছিল একজন মুসলিম, এমতাবস্থায় তিনি ছিলেন ছায়েম। ইউসুফ চেম্বার সে সময় মালয়েশিয়ায় লেখাপড়া করতেন। তার বান্ধবীর কথা শুনে চেম্বার মনঃক্ষুণ্ন হন এবং ইসলাম সম্পর্কে নানা রকম কটু কথা বলেন। তার বান্ধবী এক পর্যায়ে তাকে ইসলাম সম্পর্কে বাজে কথা বলতে নিষেধ করে। ফলে তাদের মধ্যে একটা দূরত্ব সৃষ্টি হয়। ইউসুফ

তার ভুল বুঝতে পারেন। তিনি সেই রামাযান মাসেই ইসলাম নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। পরে তিনি তার মুসলিম বান্ধবীকে বিবাহ করেন এবং ইসলাম কবুল করেন।

৫. নেপোলিয়ন বোনাপার্ট : নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ছিলেন ফরাসী বিপ্লবের সময়কার একজন জেনারেল অফিসার। তাছাড়াও তিনি ফ্রান্সের সম্রাট ও ইতালির রাজা ছিলেন। ইসলাম ধর্ম গ্রহণ উপলক্ষ্যে তিনি যে বাণী প্রচার করেন, তার দলীল কায়রোর কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে এখনো রক্ষিত আছে। যদিও তাঁর ইসলাম ধর্ম গ্রহণের বিষয়টি ফরাসী সরকার ধামাচাপা দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তা সম্ভবপর হয়ে উঠেনি। পরে যখন তাকে সেন্ট হেলানায় নির্বাসন দেওয়া হয়, তখন এ প্রসঙ্গে তাকে বহুবার 'we are muslim' এই বাক্য ব্যবহার করতে দেখা যায়। তাঁর আত্মজীবনী প্রমাণ বহন করে যে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছেন।

তার দু'টি বিখ্যাত উক্তি :

ক. 'আমাকে একটা শিক্ষিত মা দাও, আমি তোমাকে একটি শিক্ষিত জাতি দেব'।

খ. 'আমার ডিকশনারীতে অসম্ভব বলে কোন শব্দ নেই'।

৬. মুহাম্মাদ ইউসুফ : মুহাম্মাদ ইউসুফ পাকিস্তানের একজন বিখ্যাত কিংবদন্তী ক্রিকেটার। ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাঁর নাম ছিল ইউসুফ ইউহানা। ২০০৫ সালে তিনি ইসলামের ছায়াতলে আসেন।

৭. ফ্রাঙ্ক বেলাল রিবেরী : যিনি ছিলেন ফ্রান্সের বিখ্যাত কিংবদন্তী ফুটবলার যার হাত ধরেই ফ্রান্স ২০০৬ সালের বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠার কৃতিত্ব অর্জন করে। এ সময় তিনি বিশ্বের সুপরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন। একজন মুসলিম রমণীকে বিবাহ করার সূত্র ধরেই তিনি ইসলাম কবুল করেন।

৮. মি. বিন : সবারই কাছে একটি পরিচিত মুখ মি. বিন ওরফে রোয়ান অ্যাটকিনসন। যিনি হাস্য-রসাত্মক সিরিয়ালে অভিনয় করে থাকেন। মূকাভিনয়ের জন্য তিনি বিখ্যাত। তিনি সম্প্রতি খ্রিস্টান থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের একমাত্র কারণ রাসূল (ছাঃ)-এর বিরূদ্ধে যখন অমুসলিমরা মিথ্যা কটূক্তি যুক্ত করে ছবি নির্মাণ করে; তখন তিনি ইসলামের দিকে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর ইসলাম কবুল করেন।

৯. ওয়ার্নার ক্লাউন : তিনি জার্মানীর ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টির একজন বিখ্যাত এম.পি। সম্প্রতি তিনি ৭৫ বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে নাম পরিবর্তন করে ইবরাহীম রেখেছেন। ক্লাউন যিনি এক সময় অভিবাসন বিরোধী হিসাবে পরিচিত ছিলেন, তিনিই এখন সিরিয়া, ইরাক ও আফগানিস্তান থেকে আসা অভিবাসীদের একজন বড় সমর্থক। তিনি এক সাক্ষাতকারে বলেছেন, 'জার্মানীর বিখ্যাত কবি জোহন উল্ফগান ভন যোথের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রশংসা করে লেখা এক কবিতা পড়ে তিনি ইসলাম সম্পর্কে আরো জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। এছাড়ও পবিত্র কুরআন পড়ার পর ইসলামের প্রতি তিনি আরো আগ্রহী হন। পরিশেষে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন *(মাসিক আত-তাহরীক, সেপ্টেম্বর, ২০১৬ পৃঃ ৪২)*।

পরিশেষে আমরা বলতে চায়, ইসলামই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম । যা উপরের বিশ্ব বরেণ্যদের ইসলাম গ্রহণে বুঝা যায়। এই ধর্মে কালের আবর্তে অনেক জ্ঞানী-গুণী মানুষ প্রবেশ করেছেন যা অন্য ধর্মের ক্ষেত্রে হয়নি। বর্তমানেও অমুসলিমরা দলে দলে ইসলাম কবুল করছে। আল্লাহ্‌র কাছে আমরা দো'আ করি, হে আল্লাহ! আমাদেরকে ও আমাদের নমুসলিম ভাইদেরকে আপনার দ্বীনের উপর টিকে থাকার তাওফীক দান করুন-আমীন!

'সোনামণি'-এর ৫টি নীতিবাক্য

(ক) সকল অবস্থায় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করি।

(খ) রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লা-হু আলাইহে ওয়া সালামকে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করি।

(গ) নিজেকে সৎ ও চরিত্রবান হিসাবে গড়ে তুলি।

(ঘ) ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায়ের প্রতিরোধ করি।

(ঙ) আদর্শ পরিবার গড়ি এবং দেশ ও জাতির সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করি।

হাদীছের গল্প

(১)
দানের প্রতিযোগিতা

মুবীনুল ইসলাম
প্রভাষক, আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ
মোহনপুর, রাজশাহী।

ইসলামের সোনালী অতীত যুগের নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তি ছিলেন খোলাফায়ে রাশেদীন তথা আবু বকর, ওমর, উছমান ও আলী (রাঃ)। তাঁরা শেষ নবী মুহম্মাদ (ছাঃ)-এর নবুয়তী জীবনের শুরুর দিক থেকেই তাঁর সাথী ছিলেন। সবাই ছিলেন সম্ভ্রান্ত বংশের এবং তৎকালীন আরব সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) এর মৃত্যুর পরে তাঁরা পর্যায়ক্রমে খেলাফতের দায়িত্ব পালন করেন। প্রথম খলীফা আবু বকর (রাঃ)-এর মর্যাদা ছিল বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য এবং তিনি ছিলেন রাসূল (ছাঃ)-এর সব সময়ের সাথী। রাসূল (ছাঃ) কে কাফির মুশরিকদের মোকাবেলায় এবং মদীনা নামক ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষার জন্য অনেকগুলি যুদ্ধ করতে হয়েছে। এসব যুদ্ধের একটি হল তাবুকের যুদ্ধ। এ যুদ্ধে অনেক অর্থ ব্যয় হয়। তাই রাসূল (ছাঃ) তাবুকের যুদ্ধে রওয়ানা হবার দিন ছাহবীদেরকে ডাকলেন এবং তাদের কে দান করার জন্য উৎসাহ প্রদান করলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে

দানের জন্য ছাহাবীরা প্রতিযোগিতায় লেগে গেলেন। উমর (রাঃ) অনেক মাল-সম্পদ দান করার জন্য নিয়ে এলেন। রাসূল (ছাঃ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার পরিবারের জন্য কী পরিমাণ রেখে এসেছ? তিনি বললেন, অর্ধেক সম্পদ রেখে এসেছি এবং অর্ধেক নিয়ে এসেছি। এরপর আবু বকর (রাঃ) দান করার জন্য তাঁর সমস্ত মাল সম্পদ নিয়ে আসলে রাসূল (ছাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ? তিনি বললেন, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কে রেখে এসেছি। ওমর (রাঃ) তখন বললেন, আমি মনে মনে বললাম, আমি কখনো আবু বকর (রাঃ)-এর উপর জিততে পারব না। *তিরমিযী হা/৩৬৭৫; মিশকাত হা/৬০২১, সীরাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃ. ৫৮৮।*

শিক্ষা : *আমাদেরকে সর্বদা আল্লাহ্র পথে দান করতে প্রস্তুত থাকতে হবে এবং এ ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করতে হবে। তবেই প্রকৃত দ্বীন জীবিত থাকবে এবং পরকালে আমরা উত্তম প্রতিদান পাব ইনশাআল্লাহ।*

সত্য একবার ময়দানে এসে গেলে মিথ্যা হয় নীরবে পালাবে, না হয় প্রকাশ্যে পালাবে, না হয় একটু হৈচৈ করে পালাবে।

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(২)
লোক দেখানো আমলের ভয়াবহ পরিণতি

আব্দুর রশীদ
পাথর বাড়িয়া হিজলাকর দাখিল মাদরাসা
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে, সে হবে একজন ধর্মযুদ্ধের শাহাদত বরণকারী শহীদ। তাকে আল্লাহর নিকট উপস্থিত করা হবে। অতঃপর আল্লাহ পাক তাকে (দুনিয়াতে প্রদত্ত) নে'মত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। আর সেও তা স্মরণ করবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন দুনিয়াতে তুমি কী আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য (কাফেরদের সাথে) লড়াই করেছি। এমনকি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। তখন আল্লাহ বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ, বরং তোমাকে যেন বীর-বাহাদুর বলা হয় সেজন্য তুমি লড়াই করেছ। আর তোমাকে দুনিয়াতে তা বলাও হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে আদেশ দেওয়া হবে। তখন তাকে উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তারপর সে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যে নিজে দ্বীনী ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। পবিত্র কুরআন অধ্যয়ন করেছে অপরকে শিক্ষা দিয়েছে। তাকেও আল্লাহ্র দরবারে হাযির করা হবে। অতঃপর আল্লাহ তাকে প্রদত্ত নে'মতের স্মরণ করিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করবেন, এই

সমস্ত নে'মতের শুকরিয়া জ্ঞাপনের জন্য তুমি কী আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য দ্বীনী ইলম শিক্ষা করেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি। তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি এজন্য ইলম শিক্ষা করেছ, যেন তোমাকে বিদ্বান বলা হয়। তোমাকে তা বলা হয়েছে। অতঃপর ফেরেশতাদেরকে তার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে। সুতরাং তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। এরপর এমন এক ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে, যাকে আল্লাহ তা'আলা বিপুল ধন-সম্পদ দান করে বিত্তবান করেছিলেন। তাকে আল্লাহ তা'আলা প্রথমে নে'মত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দিবেন। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই সমস্ত নে'মতের শুকরিয়ায় তুমি কী আমল করেছ? উত্তরে সে বলবে, যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধন সম্পদ ব্যয় করলে তুমি সন্তুষ্ট হবে, সে সব ক্ষেত্রেই আমি আমার ধন-সম্পদ ব্যয় করেছি। আল্লাহ তা'আলা বলবেন, তুমি মিথ্যা বলছ। আমার সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে দান করেছিলে যাতে তোমাকে বল হয় দানবীর। তোমাকে দানবীর বলা হয়েছে। অতঃপর ফেরেশতাদেরকে তার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে। নির্দেশ মোতাবেক তাকে উপুড় করে টানতে টানতে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(মুসলিম হা/১৯০৫)*।

শিক্ষা : *লোক দেখানো আমলের পরিণতি অত্যন্ত ভয়াবহ। কাজেই সর্বদা আমাদের নিয়তকে পরিশুদ্ধ রাখতে হবে এবং প্রতিটি কাজ একমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্যই করতে হবে।*

এসো দো'আ শিখি

ছালাতে পর পঠিতব্য দো'আ সমূহ

সোনামণি প্রতিভা ডেস্ক।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(১২) سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِ

১২. সুব্হা-নাল্লা-হি ওয়া বিহাম্দিহী, সুব্হা-নাল্লা-হিল 'আযীম। অথবা সকালে ও সন্ধ্যায় ১০০ বার করে 'সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বেহামদিহী' পড়বে।

অর্থ : 'মহাপবিত্র আল্লাহ এবং সকল প্রশংসা তাঁর জন্য। মহাপবিত্র আল্লাহ, যিনি মহান'। এই দো'আ পাঠের ফলে তার সকল গোনাহ ঝরে যাবে। যদিও তা সাগরের ফেনা সমতুল্য হয়'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এই দো'আ সম্পর্কে বলেন যে, দু'টি কালেমা রয়েছে, যা রহমানের নিকটে খুবই প্রিয়, যবানে বলতে খুবই হালকা এবং মীযানের পালায় খুবই ভারী। তা হ'ল সুব্হা-নাল্লা-হি.... *(বুখারী হা/৬৪০৫ মুসলিম হা/২৬৯১, মিশকাত হা/২২৯৬-৯৮)*। ইমাম বুখারী (রহঃ) তাঁর জগদ্বিখ্যাত কিতাব ছহীহুল বুখারী উপরোক্ত হাদীছ ও দো'আর মাধ্যমে শেষ করেছেন।

(১৩) اَللهُ لاَ إِلهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ، لاَ تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَّلاَ نَوْمٌ، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِمَا شَآءَ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وَلاَ يَئُوْدُهُ حِفْظُهُمَا وَ هُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ

১৩. আয়াতুল কুরসী : আল্লা-হু লা ইলা-হা ইল্লা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূম। লা তা'খুযুহু সেনাতুঁ ওয়ালা নাঊম। লাহূ মা ফিস্ সামা-ওয়াতে ওয়ামা ফিল আরয। মান যালাযী ইয়াশফা'উ 'ইন্দাহূ ইল্লা বিইয্নিহি। ইয়া'লামু মা বায়না আয়দীহিম ওয়ামা খালফাহুম, ওয়ালা ইউহীতূনা বিশাইয়িম্ মিন 'ইল্মিহী ইল্লা বিমা শা-আ; ওয়াসে'আ কুরসিইয়ুহুস্ সামা-ওয়া-তে ওয়াল আরয; ওয়ালা ইয়াউদুহূ হিফযুহুমা ওয়া হুওয়াল 'আলিইয়ুল 'আযীম *(বাক্বারাহ ২/২৫৫)*।

অর্থ : আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। কোন তন্দ্রা বা নিদ্রা তাঁকে পাকড়াও করতে পারে না। আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে সবকিছু তাঁরই মালিকানাধীন। তাঁর হুকুম ব্যতীত এমন কে আছে যে তাঁর নিকটে সুফারিশ করতে পারে? তাদের সম্মুখে ও পিছনে যা কিছু আছে সবকিছুই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসমুদ্র হ'তে তারা কিছুই আয়ত্ত করতে পারে না, কেবল যতটুকু তিনি দিতে ইচ্ছা করেন। তাঁর কুরসী সমগ্র আসমান ও যমীন পরিবেষ্টন করে আছে। আর সেগুলির তত্ত্বাবধান তাঁকে মোটেই শ্রান্ত করে না। তিনি সর্বোচ্চ ও মহান'।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, প্রত্যেক ফরয ছালাত শেষে আয়াতুল কুরসী পাঠকারীর জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য আর কোন বাধা থাকে না মৃত্যু ব্যতীত' (নাসাঈ)। শয়নকালে পাঠ করলে সকাল পর্যন্ত তার হেফাযতের জন্য একজন ফেরেশতা পাহারায় নিযুক্ত থাকে। যাতে শয়তান তার নিকটবর্তী হ'তে না পারে' *(নাসাঈ কুবরা হা/৯৯২৮; মিশকাত হা/৯৭৪; মুসলিম হা/৮১০; বুখারী হা/২৩১১; মিশকাত হা/২১২২-২৩)*।

(١٤) اَللَّهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلاَلِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَ أَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

১৪. আল্লা-হুম্মাক্ফিনী বেহালা-লিকা 'আন হারা-মিকা ওয়া আগ্নিনী বেফায্লিকা 'আম্মান সেওয়া-কা।

অর্থ : হে আল্লাহ! আপনি আমাকে হারাম ছাড়া হালাল দ্বারা যথেষ্ট করুন এবং আপনার অনুগ্রহ দ্বারা আমাকে অন্যদের থেকে মুখাপেক্ষীহীন করুন! রাসূল (ছাঃ) বলেন, এই দো'আর ফলে পাহাড় পরিমাণ ঋণ থাকলেও আল্লাহ তার ঋণ মুক্তির ব্যবস্থা করে দেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৯)*।

(١٥) أَسْتَغْفِرُ اللهَ الَّذِىْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَىُّ الْقَيُّوْمُ وَ أَتُوْبُ إِلَيْهِ

১৫. আস্তাগফিরুল্লা-হাল্লাযী লা ইলা-হা ইলা হুওয়াল হাইয়ুল ক্বাইয়ূমু ওয়া আতূবু ইলাইহে'।

অর্থ : আমি আল্লাহ্র নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। যিনি চিরঞ্জীব ও বিশ্বচরাচরের ধারক। আমি অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর দিকে ফিরে যাচ্ছি বা তওবা করছি'। এই দো'আ পড়লে অল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন, যদিও সে জিহাদের ময়দান থেকে পলাতক আসামী হয়' *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৩৫৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক ১০০ বার করে তওবা করতেন' *(মুসলিম হা/২৭০২; মিশকাত হা/২৩২৫)*।

১৬. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের শেষে সূরা 'ফালাক্ব' ও 'নাস' পড়ার নির্দেশ দিতেন *(আহমাদ হা/১৭৪৫৩, মিশকাত হা/৯৬৯)*। তিনি প্রতি রাতে শুতে যাওয়ার সময় সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পড়ে দু'হাতে ফুঁক দিয়ে মাথা ও চেহারাসহ সাধ্যপক্ষে সমস্ত শরীরে হাত বুলাতেন। তিনি এটি তিনবার করতেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১৩২)*।

সোনামণিদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

১১১. কেশর, শাক বা আলু হার্টের রোগীদের জন্য উপকারী। এটা দৃষ্টি শক্তি বাড়ায় ও ক্যান্সারের পয়জন নষ্ট করে *(আত-তাহরীক এপ্রিল'১২)*।

১১২. আঙ্গুরে প্রচুর ভিটামিন আছে, যা রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় ও চোখের দৃষ্টি শক্তি রক্ষায় কাজ করে।

১১৩. কামরাঙ্গায় প্রচুর ভিটামিন সি আছে, কিন্তু বেশী খাওয়া কিডনীর জন্য ক্ষতিকারক *(আত-তাহরীক ফেব্রু'১২)*

১১৪. জলপাইয়ের পাতা, ফল ও তেল খুবই উপকারী। এতে ভিটামিন সি, এ ও ই আছে। উচ্চ রক্তচাপ ও চর্বি কমায় এবং রক্ত প্রবাহ ভাল রাখে *(আত-তাহরীক ফেব্রু'১২)*।

১১৫. লবঙ্গ, তুলসী পাতা, হলুদ ও লবণ ফুটিয়ে ছেঁকে হালকা গরম অবস্থায় পান করলে কাশি সারে ।

১১৬. আদা শুকিয়ে পিশে গরম পানিতে ভাল করে ফুটিয়ে পান করলে কাশি সারে।

১১৭. গোল মরিচ, হরতকীর গুড়া ও পিপ্পল পানির সঙ্গে মিশিয়ে ফুটিয়ে পান করলে কাশি সারে ।

১১৮. শারীরিক পরিশ্রম কম করলে ও বসে শুয়ে থাকলে দেহের ওযন বাড়ে।

১১৯. খাবার পর কোমর দুলালে হজমের ক্ষতি হয় ও ওযন বাড়ে। আর খাবার গ্রহণের পর পরই ঘুমানো বা শোয়া উচিত, গোসল করা ও সাঁতার কাটা উচিত নয় এবং খাওয়ার ১ ঘণ্টা পরে চা পান করা উচিত *(আত-তাহরীক অক্টো'১২)*। *- চলবে*

গল্পে জাগে প্রতিভা

(১)

শিয়াল নয় বাঘ হও

ছালিহ সাজ্জাদ, ৮ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

একজন ব্যক্তির প্রচুর ধন-সম্পদ ছিল। তার একমাত্র ছেলেটি ছিল খুবই অলস। সে কোন কাজ করতে চাইত না। ব্যবসাতে মন ছিল না। অবশেষে এক রকম জোর করেই ধনী ব্যক্তিটি ছেলেকে বাণিজ্যে পাঠাল। পথে এক ক্ষুধার্ত শিয়ালকে দেখে ছেলেটি ভাবল এই শিয়ালটি কোথা থেকে খেতে পায়? তৎক্ষণাৎ সে অন্য দিকে লক্ষ্য করে দেখল এক বাঘ শিকার ধরে খাচ্ছে। ভয়ে সে গাছে উঠল। অতঃপর দেখল বাঘ খেয়ে চলে যাওয়ার পর শিকারের অবশিষ্টাংশ ঐ শিয়াল খেল। সে মনে করল, এমনি করে তারও দিন যাবে। এত কষ্ট করে লাভ কী? বাড়ী ফিরে এসে সে পিতাকে বিষয়টি জানাল। পিতা বলল, তুমি ভুল বুঝেছ। আমি আশা করছি তুমি শিয়ালের অনুসরণ না করে বাঘের অনুসরণ কর। অর্থাৎ তুমি নিজে কষ্ট করে কামাই করে খাবে আর অন্যজন তোমার উচ্ছিষ্ট খাবে।

শিক্ষা : *অন্যের আশায় না থেকে, নিজের অভাব নিজেকে পূরণ করার চেষ্টা করতে হবে।*

(২)
মাযার পূজা

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
রসূলপুর, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

মানযূর একটি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তাদের বাড়ীর পাশেই অবস্থিত একটি মাযার। সে ও ছয় বোন মিলে তারা সাত ভাই-বোন। তার মা মাযারে গিয়ে কান্না-কাটি করে মানত করেছিল যে, যদি তার একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে তাহলে তাকে মাদরাসায় ভর্তি করাবে। সে মতে মা তাকে মাযারের পাশে অবস্থিত হাফিযিয়া মাদরাসায় ভর্তি করায়। মানযূর একটু চঞ্চল প্রকৃতির ছেলে। তবে সে লেখাপড়ায় মনোযোগী। সে মাঝে মাঝে বন্ধুদের সাথে মাযারে গিয়ে কবরের চারপাশে ঘোরাফেরা করে ও চুমু খায় এবং কবরের সামনে হাত তুলে মুনাজাত করে। হঠাৎ একদিন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী মাদরাসার ছাত্র আযাদের সাথে তার পরিচয় হয়। মানযূর তাকে মাযারে বেড়াতে যেতে বলে। আযাদ বলল, আজতো সময় হবে না, অন্য একদিন আসব। মানযূর বলল, তাহলে আশূরায়ে মুহাররমের দিন এসো, মাযারে অনুষ্ঠান হবে।

আযাদ তার কথা মত আশূরায়ে মুহাররমের দিন সকাল ১০টার সময় আসল। সে দেখতে পেল যে, হুসাইনের নামে বরকতের কেক ও পাউরুটি বিক্রি করা হচ্ছে। তার নামে পুকুরে মোরগ ছেড়ে দিয়ে বলা হচ্ছে, যে ধরতে পারবে সে অনেক বরকত হাছিল করবে। এছাড়া সে আরো দেখতে পেল যে, কেউ কেউ মাযারে চুমু খাচ্ছে গোলাপ জল ছিটাচ্ছে, এমনকি সিজদা করছে। কেউ আগরবাতি ও মোমবাতি জ্বালিয়ে দাঁড়িয়ে প্রার্থনা করছে এবং উচ্চৈঃস্বরে যিকির করছে। কেউ মাযারে গিয়ে কান্না-কাটি ও 'হায় হোসেন' 'হায় হোসেন' বলে মাতম করছে এবং প্রত্যেকে মাযার থেকে বের হওয়ার সময় পিঠ ঘুরিয়ে বের হচ্ছে। সেখানে টাকা-পয়সা, গরু-ছাগল, হাস-মুরগি ইত্যাদি দান করছে। কেউ আবার মাযারের সামনে বসে গাঁজা টানছে। এভাবে তারা কেউ জেনে, কেউ না জেনে হাযারো রকমের শিরক করছে। আযাদ এবার মানযূরকে বলল, তোমাদের মাযার তো শিরক ও বিদ'আতের আস্তানা। মানযূর বলল, কেন? ওখানে তো মানুষেরা ভালোর জন্য যায়। মাযারে গিয়ে প্রার্থনা করলে দোষ কোথায়? আযাদ বলল, মাযারে গিয়ে সিজদা করা ও আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো কাছে কিছু চাওয়া শিরক যে গুলো দেওয়ার ক্ষমতা মানুষের নেই *(ইউনুস ১০/১০৬-১০৭)*। তাহলে তো হিন্দু আর আমরা এক হয়ে গেলাম। কবির ভায়ায়, ওদের যেমন দূর্গা আছে, মোদের আছে দর্গা। ওদের আছে রাম-নারায়ণ, আমাদের পীরজাদা।

ওরা বিপদে পড়লে বলে রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি। আর আমরা আল্লাহ্‌র নাম বাদ দিয়ে বলি, ইয়া আলী, ইয়া হুসাইন, ইয়া ফাতেমা ইত্যাদি। তাই তো কবি দুঃখ করে ভারাক্রান্ত মনে বলেছেন, তৌহীদের ঐ চির সবক ॥ ভুলে গেছি আজ সে তাকবীর। দূর্গা নামের কাছা কাছি ॥ ঐ দর্গার গিয়ে লুটাই শির।

হিন্দুরা যেমন বার্ষিক মেলা করে, আমরা করি বার্ষিক ওরস। ওরা ওদের প্রতিমার বা

ঠাকুরের প্রশংসায় গায় ভজন, আর আমরা গায় পীর বাবার নামে গযল। ওরা বিপদে পড়লে যায় মন্দিরে আর আমরা যায় মাযারে। তাহলে হিন্দু আর আমাদের মধ্যে প্রার্থক্য কোথায়? তাইতো রাসূল (ছাঃ) সাড়ে চৌদ্দশ বছর পূর্বে বলেছেন, আমার উম্মতের কিছু লোক অচিরেই হিন্দু ও বিজাতীয়দের সাথে মিশে যাবে *(ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫২)*। রাসূল (ছাঃ)-এর সেই হাদীছের বাস্তবতা হচ্ছে বর্তমান যুগের মাযার ও কবর পূজার নামে অগণিত শিরক ও বিদ'আত। মানযূর বলল, তাহলে এখন আমার করণীয় কী? কি করলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন? আযাদ বলল, তোমার এখন করণীয় হচ্ছে আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাওয়া। কারণ তিনি তো গাফফার। ক্ষমা করার জন্য তিনি রাতের শেষ প্রহরে দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করেন *(বুখারী হা/১১৪৫)*। আর তোমরা যে মাযার পূজা করছ এটা শিরক এবং শিরকের পাপ তাওবা ব্যতীত ক্ষমা হয় না। কেননা শিরক হচ্ছে বড় ধরণের যুলুম *(লোকমান ৩১/১৩)*। আর শিরকের পরিণাম জাহান্নাম *(মায়েদাহ ৫/৭২)*। আল্লাহ আমাদের সকলকে রক্ষা করুন- আমীন!

শিক্ষা : ***১.*** *মাযারে পূজা, মানত, প্রার্থনা, ও সিজদা করা শিরক। এগুলো হিন্দুদের মূর্তি পূজার সাদৃশ্য।*

২. *শিরকের ভয়াবহ পরিণাম জাহান্নাম।*

৩. *যারা শিরক করে ও মাযার পূজা করে তাদের তওবা করা উচিত। আল্লাহ তওবা কবুল কারী (তওবা ৯/১০৪)।*

কবিতাগুচ্ছ

ভালবাসি

মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি

ভালবাসি আল্লাহকে
শিরক করব না।
ভালবাসি নবীকে
বিদ'আত মানি না।
ভালবাসি আমীরকে
জামা'আত ছাড়ব না।
ভালবাসি আহলেহাদীছ আন্দোলন
একাকী থাকব না।
ভালবাসি আহলেহাদীছ যুবসংঘ
তন্ত্রমন্ত্র মানব না।
ভালবাসি পিতা-মাতাকে
অবাধ্য হব না ।
ভালবাসি কুরআন পড়তে
চুপ থাকব না।
ভালবাসি হাদীছ শিখতে
অলসতা করব না।
ভালবাসি খাতা-কলম
পড়ালেখা ছাড়ব না।
ভালবাসি বই পুস্তক
দাবা-লুডু খেলব না।
ভালবাসি সত্য কথা
মিথ্যা কথা বলব না।
ভালবাসি মুচকি হাসি
গোমড়া মুখ থাকব না।
ভালবাসি সোনামণিকে
গালি দিব না।
ভালবাসি আদর করতে
চড় দিব না।
ভালবাসি সোনামণি সংগঠন
ত্যাগ করব না।

নদীর পাড়ের জীবন

রবীউল ইসলাম
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি

নদীর পাড়ের মানুষ গুলো আল্লাহকে করে স্মরণ
অনাহারে অর্ধাহারে কাটায় তারা জীবন।
নেইকো তাদের দালান-কোঠা নেইকো প্রাসাদ বাড়ী
নৌকা তাদের জীবন সাথী নেইকো তাদের গাড়ি।
কুষা দিয়ে বানায় বাড়ী মাথা গোঁজার জন্য
ভয়ে ভয়ে থাকে তারা কখন হয় বিপন্ন।
সকাল হ'লে নদীর কূলে ভিড়ায় তারা নাও
পথিক গিয়ে জিগায় তাদের কোথায় চলে যাও।
যেথায় যাবে সেথায় নিব নেইকো কোন মান
আস্তে ধীরে চালাও মাঝি বাঁচাও মোর জান।
বাঁচা-মরা আল্লাহ্র হাতে তাক্বদীরে যা লিখা
সময় হ'লে ছাড়বেনাকো হবে তার দেখা।
ঈমান নিয়ে চল সদা নদীতে ও পাড়ে
ভয় হবেনা বাঁচবে তুমি আখেরাতের পুলে।

হক্বের পথে বাধা

নাহিদা, নবম শ্রেণী
মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

হক্বের পথে চলতে গিয়ে কেন এত বাধা
এই পৃথিবীতে তাদের হয় না কেন সাজা।
পৃথিবীতে এসে তারা ভুলে গেছে পরকাল
মনে করে তারা পৃথিবীতে থাকবে চিরকাল।
মারামারি খুনাখুনি করে তারা পৃথিবীতে
মনে কি করে না, তাদের কী হবে আখেরাতে?
আল্লাহকে ভুলে তারা অন্য ধর্ম মানে
আল্লাহকে ছাড়া তারা দেব-দেবীকে সৃষ্টিকর্তা জানে।
আল্লাহ তুমি রহম কর তাদের এ জীবনে
ঈমানে গুণ দান কর তাদের এই প্রাণে।

আহ্বান

আফরীন ইসরাত, নবম শ্রেণী
পঞ্চগড় সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, পঞ্চগড়।

শিরক বিদ'আতের জোয়ার এখন বইছে সারা বিশ্বে
জাল, যঈফ হাদীছের স্থান তাই হয়েছে সবার শীর্ষে।
নবীকে বাদ দিয়ে মোরা ভণ্ড পীরকে মানি
মাযহাবকে ফরয করে সকল সুন্নাত ছাড়ি।
দ্বীন ইসলামে নেইকো কোন ঈদে মীলাদুন্নবী
ঘরের মধ্যে রাখা যাবে না কোন প্রাণীর ছবি।
শবে-বরাতের দিনে কেন রাখা হয় ছিয়াম?
জেনে রেখ, শবে বরাত নেই কোন ক্বিয়াম।
জন্ম দিবস, মৃত্যু দিবস পালন করব না
ছবি, মূর্তিকে সম্মান করে ঈমান হারাব না।
সকাল বিধান বাতিল কর, এইতো মোদের কাজ
অহির বিধান কায়েম করতে করব নাকো লাজ।
নবীর আদর্শে চলব মোরা শিরক-বিদ'আত করব না
আল্লাহ ছাড়া কারো কাছে মাথা নোয়াব না।

সন্ত্রাস

আব্দুল্লাহ আল-রিয়ায, হিফয বিভাগ
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

সন্ত্রাসে ভোরে গেছে, মোদের সোনার দেশটা,
সকাল বিকাল রাত দুপুরে চলছে খুনের চেষ্টা।
দেশের যারা টাকা ওয়ালা খুন হতে হয় তাদের ফের
টাকার লোভে সন্ত্রাসীরা পাচার করে সন্তানের।
সত্য কথা বলতে বাধা একটু করেনা ভয়,
তাইতো তারা সন্ত্রাসীদের নির্মমতার শিকার হয়
শতশত খুন করিয়া সন্ত্রাসীরা পায় ছাড়া
দোষ না করে জেল খাটে ভাই নিরাপরাধ ব্যক্তিরা।

সোনামণি

শফীকুল ইসলাম
এম.এ, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ্ব দেখো সোনামণি প্রতিভা
চারিদিকে জ্বলবে জ্ঞানেরও বিভা।
স্বপ্ন ভরা মন
সকল বাধা ভাঙ্গতে জানে
মিটুক প্রয়োজন।
সোনামণি গড়বে মোদের
আদর্শ এক জাতি
জন্ম দিয়ে দেশের বুকে
স্বপ্ন আঁচল গতি।
সোনামণির সাহস আছে,
সামনে চলো বীরের সাজে
সাফল্য তোমার দ্বারের কাছে।
সোনামণির চেহারাতে
সোনার মত মুখ হাসে
রাত্রি দিনের প্রচেষ্টাতে
অসীম লক্ষ্য ভাবনাতে
আনবে বয়ে সুখ।
সোনামণি জাগো
তোমার পানে চেয়ে আছে
রাত্রি জেগে মাগো
সোনামণির সোনার হাসি
জীবনটাকে ভালোবাসি
পড়ালোখায় আলোজ্বালি।
সোনামণি উঠবে বেড়ে
আলোর দলে যোগদিয়ে।
চাই না কভু হেরে যাবে।

সোনামণির কামনা

তাসনীম তাবাসসুম, সপ্তম শ্রেণী
মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

আমি সোনামণি ইসলামের আলোয়
জীবন করি সূচনা,
সবার দো'আ চাই আমি
প্রভুর সন্তোষ করি কামনা।
জীবন গড়ার দুর্বার পথে
আলোর মশাল নিয়ে হাতে
চলতে পরি আমি যেন
ইসলামকে নিয়ে সাথে।
রাসূলের আদর্শ নিয়ে
জীবন গড়তে চাই,
একটিই আশা এই জীবনে
আদর্শ সোনামণির পথ যেন পাই।
বাবা মায়ের আনুগত্য করি
যেন সারাটি জীবন,
ইসলামের জন্য লড়ি যেন
বরণ করেও মরণ।
তাইতো সবার কাছে আমি
দো'আ শুধু চাই
তোমার পথে হে প্রভু!
কবুল কর আমায়।

শিশুর দেহ হরণের চাইতে তার আক্বীদা হরণ করা মারাত্মক অপরাধ।

ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

এ ক টু খা নি হা সি

বাবা ও ছেলের মধ্যে কথোপকথন

(খাবার টেবিলে বসে...)

ছেলে : বাবা, তেলাপোকা খেতে কেমন?

বাবা : খাওয়ার সময় বাজে কথা বলতে হয় না; চুপচাপ খাওয়ার শেষ করো, পরে শুনব। (খাওয়া শেষে)

বাবা : কী যেন বলছিলে?

ছেলে : বলছিলাম ডালে একটা তেলাপোকা পড়েছিল; কিন্তু তুমি সবটুকু ডাল খেয়ে ফেলেছ।

শিক্ষা : ১. *খাওয়ার সময় প্রয়োজনীয় কথা বলা যাবে।*

২. *সোনামণিদের কথা গুরুত্বের সাথে শোনা ও তা মূল্যায়ন করা উচিত।*

সুমাইয়া
মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

পুলিশ ও তার স্ত্রী

পুলিশের স্ত্রী : এই শুনছো ঘরে চোর ঢুকেছে!

পুলিশ : তাহলে আমি কী করবো?

স্ত্রী : কী করবে মানে? চোর ধরবে।

পুলিশ : পারব না। এখন আমার ডিউটি নেই।

শিক্ষা : *প্রত্যেকের সর্বাবস্থায় দায়িত্বে সচেতন থাকা উচিত।*

**নুপুর, ৪র্থ শ্রেণী*
মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

*** তোমার নাম পরিবর্তন করে সুন্দর ইসলামী নাম (যেমন নূরুননাহার) রাখ।**

পিঁপড়াকে অনুসরণ

বাবা : খোকা তুমি জান তোমার মামা যে মিষ্টির প্যাকেট এনেছিল সেটা কোথায়?

ছেলে : বাবা, তোমার ডায়বেটিস বলে মা সেটা লুকিয়ে রেখেছে।

বাবা : কোথায় লুকিয়ে রেখেছে তুমি জান?

ছেলে : না বাবা। তবে চলো আমরা পিঁপড়াকে অনুসরণ করে তার পেছনে পেছনে চলি।

শিক্ষা : *ইঙ্গিতের মাধ্যমে তথ্যের অনুসন্ধান পাওয়া যায়।*

মাহফূযা আক্তার, ৬ষ্ঠ শ্রেণী
মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ছেলে ও পিতার মধ্যে কথা হচ্ছে

পিতা : কি ব্যাপার ম্যাচের কাঠি নিয়ে এলে, কিন্তু একটাও তো জ্বলছে না?

ছেলে : কেন বাবা? আমি তো সবগুলো একটা একটা করে জ্বালিয়ে পরীক্ষা করে এনেছি।

শিক্ষা : *জ্ঞানের স্বল্পতা ক্ষতির কারণ।*

শিক্ষক ও ছাত্র

শিক্ষক : বলতো রফীক সবচেয়ে হাসি-খুশি প্রাণী কোনটি?

রফীক : হাতি স্যার?

শিক্ষক : কেন?

রফীক : দেখেন না স্যার, হাতি হাসি-খুশিতে সব সময় তার দাঁত বের করে রাখে।

শিক্ষা : *বাহ্যিক রূপ দেখে সব জিনিস মূল্যায়ন করা যায় না।*

সাহিত্যাঙ্গন

কাজী নজরুল ইসলাম

☞জন্ম-২৫শে মে, ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ; ১১জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৬ বঙ্গব্দ।

☞জন্মস্থান-বর্ধমান যেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে।

☞পরিচিতি-বিদ্রোহী কবি হিসাবে।

☞সেনাবাহিনীতে যোগদেন-১৯১৭ সালে।

☞উপাধি-বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

☞প্রথম প্রকাশিত উপন্যাস-বাঁধনহারা।

☞প্রথম প্রকাশিত রচনাগল্প : বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী (১৩২৬ বঙ্গাব্দ)।

☞প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ-অগ্নিবীণা (১৯২২)।

☞ইসলামী কবিতা : কুরবানী

☞বাজেয়াপ্ত গ্রন্থসমূহ-বিষের বাঁশি, ভাঙ্গার গান, প্রলয় শিখা, চন্দ্রবিন্দু, যুগবাণী।

☞জেলে বসে লিখন-রাজবন্দির জবানবন্দি।

☞কারাবরণ-আনন্দময়ীর আগমন, বিদ্রোহীর কৈফিয়ত (১৯২২) রচনার কারণে।

☞পুনরায় কারাবরণ ১৯৩০ সালে প্রলয় শিখা রচনার কারণে।

☞বাকশক্তি হারান-১৯৪২ সালে (৪৩ বছর বয়সে)

☞বাংলাদেশে নাগরিকত্ব লাভ-১৯৭৪ সালে।

☞বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে নিয়ে আসা হয়-১৯৭৪ সালে।

☞মৃত্যু-২৯শে আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দে, ১২ই ভাদ্র, ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ।

☞কবর-ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মসজিদের পাশে।

মতামত ও প্রশ্নোত্তর

আমি সোনামণি সংগঠনের একজন সদস্য। এই সংগঠন আমার কাছে খুবই প্রিয়। কারণ এই সংগঠনের মূলমন্ত্র হচ্ছে : **রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের আদর্শে নিজেকে গড়া।** এই সংগঠনের মাধ্যমে ছোট বেলা থেকেই সোনামণিদেরকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষের আদর্শে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তোলা হয়। এ সংগঠন থেকে একটি দ্বি-মাসিক সৃজনশীল শিশু-কিশোর পত্রিকা 'সোনামণি প্রতিভা' প্রকাশিত হয়। যার মাধ্যমে একজন সোনামণিকে ছোট বেলা থেকে তার জ্ঞান ও বুদ্ধি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার পথ দেখিয়ে দেয়া হয়। আমি নিয়মিত এই পত্রিকা পড়ে থাকি। এতে জীবন গড়ার প্রয়োজনীয় বিষয়াদি দলীল প্রমাণ সহকারে উল্লেখ থাকে। এছাড়াও এ থেকে জানতে পারি দিকনির্দেশনা মূলক সম্পাদকীয়, হরেক রকম অজানা কথা, রহস্যময় পৃথিবী, একটু খানি হাসি, সোনামণিদের কবিতা, কৌতুক, গল্প, আরো কত কিছু। এই প্রতিভাতে কুইজের ব্যবস্থা আছে যা আমি খুব সুন্দর করে পূরণ করার চেষ্টা করি। তবে কুইজের উত্তর লেখার স্থান বড় বা পুরো পৃষ্ঠা করলে সুবিধা হয়। সর্বোপরি সোনামণি সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও প্রতিভা প্রকাশকদেরকে আমি অন্তরের অন্তরস্থল থেকে মুবারকবাদ জানায় ও তাদের জন্য দো'আ করি। সেই সাথে সাথে এই সংগঠন ও পত্রিকার স্থায়ীত্ব কামনা করি। আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুন-আমীন!

আসমাউল হুসনা
জয়নাবাদ, কুমারখালী, কুষ্টিয়া

ভ্রমণ স্মৃতি

ঢাকা সফরে ৬ দিন

আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির
সহ-পরিচালক, সোনামণি মারকায এলাকা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

রামাযানের কয়েকদিন আগে বাসার নিচে 'আন্দোলন' অফিসে রামাযান মাসের সফরসূচী দেখলাম। আমি সেটা হাতে নিয়েই আব্বুর **(প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ) কোন প্রোগ্রাম আছে কি-না তা দেখতে লাগলাম। দেখলাম যে, ৯ থেকে ১১ই জুন মোতাবেক ৩ থেকে ৫ই রামাযান ঢাকায় আব্বুর প্রোগ্রাম আছে। তখন আমি অনুমতি চাইলে আব্বু অনুমতি দিলেও ভাইয়া আপত্তি করল। আমার প্রবল ইচ্ছায় অবশেষে অনুমতি পেলাম এবং সে অনুযায়ী প্রস্তুতি নিতে থাকলাম।

যাত্রা শুরু : সব ঠিক হওয়ার পর ৩রা রামাযান ১৪৩৭ মোতাবেক ৯ই জুন ২০১৬ রোজ বৃহস্পতিবার রাজশাহী থেকে ট্রেনে সকাল সাড়ে ৭-টায় ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলাম। আমি ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন চাচার (প্রচার সম্পাদক 'আন্দোলন') সফরসঙ্গী ছিলাম। প্রায় দুপুর দেড়টার দিকে এয়ারপোর্ট স্টেশনে পৌঁছলাম। এদিকে আব্বু ১২-টা ৪০-এর ফ্লাইট ধরে দেড়টার মধ্যেই ঢাকা পৌঁছে যান। তিনি ফ্লাইট থেকে নেমে সরাসরি নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে যান ইফতার মাহফিলে যোগ দেওয়ার জন্য। প্রায় একই সময়ে এয়ারপোর্ট স্টেশনে পৌঁছানোর পরও রাস্তায় যানযটের কারণে আমাদের সেখানে পৌঁছতে প্রায় এক ঘণ্টা দেরী হয়ে যায়। অতঃপর বেলা ৪-টার দিকে প্রোগ্রাম শুরু হ'ল। সেখানে সাখাওয়াত চাচা, কাযী হারূণুর রশীদ (অর্থ সম্পাদক, 'আন্দোলন' ঢাকা) প্রমুখ বক্তৃতা শেষে ইফতারের ১ ঘণ্টা আগে আব্বু বক্তৃতা করতে উঠলেন। আব্বুর বক্তৃতার আগে আমি সেখানে অর্থসহ কুরআন তেলাওয়াত করি। প্রোগ্রাম শেষে আমরা ঢাকা বেরাইদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই এবং সেখানে যেয়ে সেখানকার মোশাররফ চাচার বাড়ীতে রাত্রি যাপন করি। সাখাওয়াত চাচারা ঢাকায় চলে গেলেন।

দ্বিতীয় দিন : ২য় দিন ৪ঠা রামাযান ছিল শুক্রবার। ফলে রামাযানের প্রথম জুম'আটি বেরাইদে পড়লাম। মসজিদটি ছিল টিনের। ফজরের জামা'আতে আমাকে ইমামতি করতে হ'ল। অতঃপর জুম'আর সময় আব্বু খুৎবা দিলেন। জুম'আর পর আমরা মাদারটেকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম এবং বিকেল ৩-টার পর পৌঁছে জালাল চাচার বাসায় আতিথেয়তা গ্রহণ করলাম। প্রোগ্রাম শুরু হল ৪-টার পর । সেখানেও সাখাওয়াত চাচা, মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (সাবেক সভাপতি, 'আন্দোলন' ঢাকা) চাচা, হারূণ চাচা প্রমুখ বক্তৃতা করলেন। শেষে ইফতারের ১ ঘণ্টা আগে আব্বু বক্তৃতা করতে উঠলেন। অতঃপর সেখানে ইফতার করলাম। তারপর আবার জালাল চাচার বাসায় গিয়ে একটু পরে অত্র মসজিদে ছালাতুত তারাবীহ এর জন্য আসলাম। এশার ছালাত পড়ে প্রথম ৪ রাক'আত তারাবীহ আমি পড়ালাম। এটা ছিল আমার ঢাকার বুকে প্রথমবারের মত ও রাজশাহীর বাইরে দ্বিতীয় বারের মত তারাবীহর

ইমামতি। রাত্রে জালাল চাচার বাসায় থাকলাম।

তৃতীয় দিন : ৫ই রামাযান শনিবার প্রোগ্রাম ছিল সাভারের জীরানী বাযারে। আমরা দুপুরের পরে রওয়ানা দিলাম। চললাম ঢাকা বালু নদীর বেড়ী বাঁধের উপর দিয়ে। বিকেল প্রায় সাড়ে ৪-টায় সেখানে পৌঁছি। প্রোগ্রাম শুরু হ'ল। সেখানেও সাখাওয়াত চাচা, হারূণ চাচা প্রমুখ বক্তৃতা করলেন। আমাদের সাথে সঊদী আরবের আল-খাবজীতে কর্মরত তোফাযযল চাচাও ছিলেন। মারাত্মকভাবে গাড়ী এক্সিডেন্টে বহুদিন হাসপাতালে থেকে তিনি সম্প্রতি কুমিল্লায় নিজ দেশে ফিরেছেন এবং আব্বুর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ঢাকায় এসেছেন। অতঃপর ইফতারের ১ ঘণ্টা আগে আব্বু বক্তৃতা করতে উঠলেন। আব্বুর বক্তৃতার আগে আমি সেখানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনের কভু মরণ নাই' জাগরণীটি পরিবেশন করলাম। দেখলাম মানুষ খুব খুশী। আব্বুর বক্তৃতার পরে ছালাত শেষে মসজিদের মুতাওয়াল্লী জনাব ফযলুর রহমান তাঁর সভাপতির ভাষণে বললেন, 'আজ থেকে এ মসজিদে কেবল 'যুবসংঘে'র কাজ হবে'। একথা শুনে মসজিদে উপস্থিত মুছল্লীরা আনন্দে আত্মহারা হ'লেন এবং সবাই তাঁর কথার উপর সমর্থন দিলেন। তিনি ছিলেন আব্বু ও আন্দোলনের প্রতি খুবই আন্তরিক। ছয়তলা বিল্ডিংয়ের নীচের তিন তলা মসজিদ ও হিফযখানা। পুরোটাই মুতাওয়াল্লী ছাহেবের একক মালিকানাধীন। অতঃপর আমরা মুতাওয়াল্লীর বাসায় রাতের খাবার খেয়ে মাদারটেকে জালাল চাচার বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম এবং সেখানেই রাত্রি যাপন করলাম।

চতুর্থ দিন : ৬ই রামাযান রবিবার প্রোগ্রাম নরসিংদীতে। আমরা সকাল সাড়ে ১০-টার দিকে নরসিংদীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। ঢাকা পি.জি হাসপাতালে রোগী দেখতে যাওয়ার সুবাদে আমাদেরকে ঢাকা মেইন শহরের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। যাওয়ার সময় অনেক দর্শনীয় জায়গা দেখলাম। যদিও সেগুলো দেখলাম গাড়ীতে বসেই। সেগুলো হ'ল : পি.জি. হাসপাতাল যেখানে আমার আপু থাকেন, বারডেম হাসপাতাল, হোটেল শেরাটন, হোটেল সোনারগাঁও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় জাদুঘর, সংসদ ভবন, ঢাকা পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগার যেখানে আব্বু ছিলেন, ঢাকা লালবাগ কেল্লা, চকবাযার শাহী মসজিদ, বুড়িগঙ্গা নদী ও ব্রীজ, বালু নদী, প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন এবং বিশাল বিশাল রং বেরংয়ের অট্টালিকা। হাইকোর্ট, বাংলা একাডেমী, কাজী নজরুল ইসলামের কবরসহ আরো অনেক কিছু। পুরান ঢাকার মধ্য দিয়ে আসার কারণে যানযটে আমাদের নরসিংদী পৌঁছতে অনেক দেরী হয়েছিল। কিন্তু এই সুযোগে আমার অনেক দর্শনীয় স্থান দেখা হ'ল। আমরা সোয়া ৪-টার দিকে নরসিংদীর মাধবদী বাযারে পৌঁছি। সেখানেও সাখাওয়াত চাচা, হারূণ চাচা, জাহাঙ্গীর (সভাপতি, 'আন্দোলন' খুলনা) চাচা প্রমুখ বক্তৃতা করলেন। অতঃপর ইফতারের ১ ঘণ্টা আগে আব্বু বক্তৃতা করতে উঠলেন। আব্বুর বক্তৃতার আগে সেখানে আমি 'তোমরা ভুলেই গেছ বীর শহীদদের নাম' এই জাগরণীটি পরিবেশন করলাম। পুরো মসজিদ যেন উজ্জীবিত হল। অতঃপর ইফতার ও ছালাত শেষে বাকের হাজী ছাহেবের এক আত্মীয়ের বাড়ীতে আতিথেয়তা গ্রহণের পর আমরা পুনরায় ঢাকা

মাদারটেকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। অতঃপর প্রায় রাত সাড়ে ৯-টায় জালাল চাচার বাসায় পৌঁছলাম।

পঞ্চম দিন : ৭ই রামাযান সোমবার সংগঠনের কিছু কাজের জন্য ঢাকায় থাকতে হয়েছিল। তবে সকালে কোন কাজ ছিলনা। এজন্য মাদারটেক এলাকা 'আন্দোলন'-এর পক্ষ থেকে মসজিদের দোতলায় মহিলা বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল সকাল ১১-টা থেকে ১২-টা পর্যন্ত। আব্বু নীচতলা থেকে মাইকে বক্তৃতা করেন। মহিলা বৈঠক শেষে আমরা পুলিশের আই.জি-এর সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে ঢাকা পুলিশ হেড কোয়ার্টারে গেলাম। এটাই ছিল আমার জীবনে প্রথমবারের মত সারা বাংলাদেশের প্রধান পুলিশ হেড কোয়ার্টারে পদার্পণ। সেখানে গিয়ে আমি শিহরিত হ'লাম এই ভেবে যে, আমি মাত্র ২২ বছর বয়সে এত বড় জায়গায় এলাম! অথচ আব্বু সেখানে গেলেন ৬৮ বছর বয়সে। কী ভাগ্য! যাই হোক পুলিশ হেড কোয়ার্টারের ভিতরের পরিবেশ তাক লাগানোর মত। দর্শনীয় জিনিসগুলো হচ্ছে, স্বচ্ছ কৃত্রিম পুকুর ও ফোয়ারা, যেখানে মাছ ছাড়া আছে। কঠোর ডিজিটাল সিকিউরিটি, রিমোট কন্ট্রোল দরজা। অধিকাংশ রুম জানালা ও ফ্যান মুক্ত এবং লাইট ও এসিতে পূর্ণ। সেখানে আব্বুর সাথে ছিলেন ড. সাখাওয়াত ও হারূণ চাচা। প্রথমে আমরা স্পেশাল ব্রাঞ্চের ডি.আই.জি মাহবুব ছাহেবের সাথে কথা বলে তাকে সাথে নিয়ে আই.জি.পি শহীদুল হক ছাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। বিকেল ৪-টা থেকে সাড়ে ৪-টা পর্যন্ত বর্তমান পরিস্থিতি ও জঙ্গীবাদ সম্পর্কে আলোচনা হ'ল। বৈঠক শেষে আমরা আব্বুর পূর্ব পরিচিত গুলশানে এক নামকরা কোম্পানীর মালিকের অফিসে তার দাওয়াতে ইফতার করি। অতঃপর আবারও আমরা মাদারটেকের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই এবং সেখানেই রাত্রি যাপন করি।

ঢাকা হ'তে ফিরে আসার পালা : ষষ্ঠ দিন ৮ই রামাযান মঙ্গলবার আমি, আব্বু ও সাখাওয়াত চাচা একই সাথে রাজশাহী আসার জন্য 'বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সে'র টিকিট কাটা ছিল। এটা ছিল আমার জীবনের প্রথম ঢাকা টু রাজশাহী বিমান ভ্রমণ। ইতিপূর্বে ২০১৪ সালের ২৩শে মার্চ রবিবার বেসরকারী ইউনাইটেড এয়ারওয়েজের বেলা আড়াইটার ঢাকা-কক্সবাজার ফ্লাইটে আব্বুর সঙ্গে ছিল আমার প্রথম বিমান ভ্রমণের রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। আমাদের রাজশাহী ফ্লাইট ছিল সকাল ৮-টায়। সে মোতাবেক আমরা সকাল সাড়ে ৬-টায় ঢাকা হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হই। সাথে হারূণ চাচা ছিলেন। যানজট না থাকায় আমরা সাড়ে ৭-টায় পৌঁছে যাই। চেকিং ও বোর্ডিং পাস নিয়ে আমরা বিমানের আপেক্ষায় আব্বুর সাথে ভিআইপি লাউঞ্জের দোতলায় বসে থাকলাম। অতঃপর ৮-টার আগ দিয়ে একটি পৃথক কার এসে আমাদেরকে বিমানের গেইটে নিয়ে গেল। যার দূরত্ব বিমান বন্দরের মূল বিল্ডিং থেকে প্রায় সিকি কি.মি.। অতঃপর আমরা বিমানে উঠলাম। আব্বু দো'আ পড়তে বললেন। কোমরে বেল্ট বাঁধলাম। একটু পরেই বিমানের পাখা ঘুরতে লাগল ও দরজা বন্ধ হয়ে গেল। বিমানের এসিস্ট্যান্ট দো'আ পড়লেন এবং বিমান কখন পৌঁছাবে তা পাইলট বলে

দিলেন। বিমানটি আস্তে আস্তে রান ওয়ের দিকে চলল এবং টেক অফ-এর স্থানে গিয়ে দাঁড়াল। অতঃপর গিয়ার দিয়ে ফুল স্পীডে দৌড়াতে শুরু করল। অতঃপর আকাশে উড়ল। এ সময় কান বন্ধ হবার উপক্রম হয়। তারপর যমীন আস্তে আস্তে ছোট হ'তে লাগল। রাস্তাগুলো মনে হচ্ছিল দড়ির মত, বিল্ডিংগুলো সব চকলেটের মত এবং গাছ-গাছালী ও নদী-নালাগুলি সব মনে হচ্ছিল ছবির মত। বিমান মাঝে মধ্যে এঁকে-বেঁকে আবার মাঝে মধ্যে শান্তভাবে চলছিল। ১২ হাযার ফুট উপরে উঠে বিমান শান্ত হ'ল। এরপরেই পাইলট রাজশাহীর আবহাওয়ার কথা জানালেন। অতঃপর মিনিট বিশেক পরেই ল্যাণ্ডিংয়ের ঘোষণা দিলেন। তার কিছু পরে ধপ করে শব্দ হ'ল। আব্বু বললেন, বিমানের চাকা নামিয়ে দিল ল্যান্ড করার জন্য। তার একটু পরেই সকাল পৌনে ৯-টায় রাজশাহী এয়ারপোর্টের উত্তর পাশ দিয়ে বিমান ল্যাণ্ড করল। ল্যাণ্ড করার সময় ভয় হয়, যদি পড়ে যাই। কিছুক্ষণ পর বিমান থামল ও তার দরজা খোলা হ'ল। বিমান থেকে আমরা নেমে এলাম। আনোয়ার চাচারা অপেক্ষায় ছিলেন। অতঃপর ৯-টার কিছু পরে আমরা ইজিবাইক যোগে মারকাযে পৌঁছে গেলাম। *ফালিল্লাহিল হামদ।*

বিমান ভ্রমণের অনুভূতি :

আমার অবাক লাগল যে, বিমান এত যাত্রী নিয়ে আকাশে ওঠে। কিন্তু কিছুই মনে হয়না। মনে হয় কেবল একটি এসি রুমে বসে আছি। বিমানের ওঠা-নামা যেমন ভয়ংকর, তেমনি বেশ মজাদার। আর একটা জিনিস লক্ষ্য করলাম যে, আল্লাহ প্রদত্ত সামান্য জ্ঞানেই যদি মানুষ বিমানের মত এমন আশ্চর্য বস্তু আবিষ্কার করতে পারে, তাহ'লে তিনি যদি পুরো জ্ঞান দান করতেন তাহ'লে মানুষ কী না জানি করত!

আরেকটি বিষয় আমার মধ্যে কাজ করল যে, মানুষের স্বাভাবিকভাবেই জন্মভূমির প্রতি টান থাকে। সেজন্য দু'বছর আগে বিমানে প্রথমবার ঢাকা-কক্সবাজার ভ্রমণ করার পরেও আমার ঢাকা-রাজশাহী বিমানে ভ্রমণ করার খুব ইচ্ছা ছিল। কারণ আমি রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেছি। ইচ্ছাটা পূরণ হওয়াতে আমার আল্লাহ্র প্রতি ভরসা আরও বেড়ে গেছে। কারণ নিয়ত করা বেশী দিন না হ'তেই আল্লাহ তা পূরণ করেছেন। অতএব আল্লাহ্র জন্যই সকল প্রশংসা।

এ সফরে আমার অনুভূতি :

এ সফরে আমার অভিজ্ঞতা ও অনুভূতি ছিল ভিন্নরকম। অন্য যেলায় ভ্রমণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিকটা বেশী দেখা হয়। আর মানুষের দ্বীনের প্রতি ও দ্বীনী সংগঠনের প্রতি আবেগটাও পূর্ণমাত্রায় পদে পদে উপলব্ধি করা যায়। তাদের এই আবেগের প্রকাশটা চোখে লাগার মত। আর ঢাকা অঞ্চলে ঘনঘন রং-বেরংয়ের বিল্ডিং ও রকমারী নদী-খাল চোখে পড়ে বেশী। তবে সব অঞ্চলের মানুষের মধ্যে দ্বীন ও দ্বীনী সংগঠনের প্রতি আবেগ ও ভালবাসা যথেষ্ট আছে, তা বুঝা যায়।

শিশুর ধারণক্ষমতা অনুসারে তাকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। তবেই সে একদিন কালজয়ী বিশেষজ্ঞ হতে পারবে। - *প্লেটো*

বহুমুখী জ্ঞানের আসর

বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ব্যবহার

☞অলটিমিটার
→ উচ্চতা নির্ণয়ক
☞অডিওফোন
→ শ্রবণ শক্তি উন্নতির যন্ত্র
☞অ্যামিটার
→ তড়িৎ বা বিদ্যুৎপ্রবাহ পরিমাপক
☞অ্যানিমোমিটার
→ বাতাসের গতিবেগ ও প্রকৃতি পরিমাপক
☞ইলেক্ট্রোস্কোপ
→ বিদ্যুতের উপস্থিত ও প্রকৃতি নির্ণয়ক
☞মাল্টিমিটার
→ বৈদ্যুতিক ভোল্টেজ পরিমাপক
☞ইনকিউবেটর
→ ডিম থেকে বাচ্চা ফোটানোর যন্ত্র
☞ওডোমিটার
→ মোটর গাড়ির গতি নির্ণয়ক
☞ক্যালমিটার
→ তাপ পরিমাপক
☞কার্ডিওগ্রাফ
→ হৃৎপিণ্ডের গতি নির্ণয়ক
☞ক্রোনোমিটার
→ সমুদ্রের দ্রাঘিমা নির্ণয়ক
☞ক্রেস্কোগ্রাফ
→ উদ্ভিদের বৃদ্ধি নির্ণয়ক
☞জেনারেটর
→ যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রুপান্তরকরণ যন্ত্র
☞ট্যাকোমিটার
→ উড়োজাহাজের গতি নির্ণয়ক
☞টেলিস্কোপ
→ দূরের জিনিস দেখার যন্ত্র
☞টোস্টার
→ পাউরুটি বা তদ্রূপ বস্তু সেকার যন্ত্র
☞থিয়োডোলাইট
→ জমি জরিপ ও উচ্চতা মাপার ক্ষুদ্র দূরবীণ
☞থার্মোমিটার
→ উষ্ণতা পরিমাপক
☞পাইরোমিটার
→ সূর্যের উত্তাপ নির্ণয়ক
☞পেরিস্কোপ
→ সাবমেরিন থেকে সমুদ্রের ওপরের জাহাজ দেখার যন্ত্র
☞প্রেসার কুকার
→ অল্প সময়ে রান্না করার যন্ত্র
☞ফ্যাদেমিটার
→ সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয়ক
☞ব্যারোমিটার
→ বায়ুমণ্ডলের চাপ নির্ণয়ক
☞ভোল্টমিটার
→ বৈদ্যুতিক বিভব বা চাপ পরিমাপক
☞ভ্যাকুয়াম ক্লিনার
→ মেঝে পরিষ্কার করার যন্ত্র

সংগ্রহে : ফরীদুল ইসলাম, সপ্তম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

দেশপরিচিতি

মিয়ানমার

দেশটি এশিয়া মহাদেশের অন্তর্ভুক্ত
সাংবিধানিক নাম : মিয়ানমার প্রজাতন্ত্র।
রাজধানী : নাইপিদো।
আয়তন : ৬,৭৭,০০০ বর্গ কিলোমিটার।
লোকসংখ্যা : ৫ কোটি ৫ লক্ষ।
ভাষা : বার্মিজ।
মুদ্রা : কিয়াট।
স্বাক্ষরতার হার (১৫+) : ৯০%
মুসলিম হার : ৫%
মাথাপিছু আয় : ১,৫৯৬ মার্কিন ডলার।
গড় আয়ু : ৬২.৭ বছর।
স্বাধীনতা লাভ : ৪ঠা জানুয়ারী ১৯৪৮।
জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ : ১৯শে এপ্রিল ১৯৪৮।
জাতীয় দিবস : ৪ঠা জানুয়ারী (স্বাধীনতা দিবস)।

যেলাপরিচিতি

পাবনা

যেলাটি রাজশাহী বিভাগের অন্তর্ভুক্ত
প্রতিষ্ঠা : ১৮৩২ সালে।
আয়তন : ২,৩৭২ বর্গ কিলোমিটার।
স্বাক্ষরতার হার : ৪২.৪৪%
উপযেলা : ৯টি। পাবনা সদর, সাঁথিয়া, ইশ্বরদী, চাটমোহর, সুজানগর, ফরীদপুর, আটঘরিয়া, ভাঙ্গুরা, বেড়া।
ইউনিয়ন : ৭৩টি।
গ্রাম : ১৫৪৯ টি।
উল্লেখযোগ্য নদী : পদ্মা, যমুনা, আত্রাই, বড়াল, ইছামতি ইত্যাদি।
উল্লেখযোগ্য দর্শনীয় স্থান : হেমায়েপুর মানসিক হাসপাতাল (পাগলা গারদ) হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট ইত্যাদি।

আন্তর্জাতিক পাতা

পৃথিবীর পরিচিতি

* পৃথিবীর আনুমানিক বয়স
→ প্রায় ৪,৫০০ মিলিয়ন বছর।
* পৃথিবীর আয়তন
→ প্রায় ৫১,০১,০০,৫০০ বর্গ কিলোমিটার।
* পৃথিবীর স্থলভাগের আয়তন
→ ১৪,৮৯,৫০,৩২০ বর্গ কি.মি । (মোট আয়তনের ২৯ ভাগ)
* পৃথিবীর জলভাগের আয়তন
→ ৩৬,১১,৪৮,২০০ বর্গ কি.মি। (মোট আয়তনের ৭১ ভাগ)
* সূর্যকে প্রদক্ষিণ করতে পৃথিবীর সময় লাগে
→ ৩৬৫ দিন ৪ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেণ্ড।
* পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর একবার আবর্তন করতে সময় লাগে
→ ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট।
* পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দুরত
→ ১৪,৯৫,০০,০০০ কি.মি।
* পৃথিবী থেকে চাঁদের গড় দুরত্ব
→ ৩,৮৪,৪০০ কি.মি।
* পৃথিবীতে কয়টি মহাদেশ রয়েছে
→ ৭টি। যথা : এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও অ্যান্টার্কটিকা।
* পৃথিবীর বৃহত্তম মহাদেশ এশিয়া
→ আয়তন ৪,৪৪,৯৩,০০০ বর্গ কি.মি।
* পৃথিবীর ক্ষুদ্রতম মহাদেশ
→ ওশেনিয়া।
* আয়তনে পৃথিবীর বড় দেশ
→ রাশিয়া।

-চলবে

লেখা আহ্বান

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বিশুদ্ধ ও চিরন্তন আদর্শের প্রচার-প্রসার এবং সোনামণিদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের দৃপ্ত অঙ্গীকার নিয়ে অক্টোবর'১২ হ'তে দ্বি-মাসিক ভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে আদর্শ জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন **'সোনামণি'** -এর মুখপত্র **'সোনামণি প্রতিভা'**।

আপনার সোনামণির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করতে আজই সংগ্রহ করুন 'সোনামণি প্রতিভা'

➔ **নিয়মিত বিভাগ সমূহ :** বিশুদ্ধ আক্বীদা ও সমাজ সংস্কারমূলক প্রবন্ধ, ইতিহাস, রহস্যময় পৃথিবী, যেলা ও দেশ পরিচিতি, যাদু নয় বিজ্ঞান, চিকিৎসা, ম্যাজিক ওয়ার্ড, গল্পে জাগে প্রতিভা, একটু খানি হাঁসি, অজানা কথা, বহুমুখী জ্ঞানের আসর, কবিতা, মতামত ও প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

➔ **লেখা আহ্বান :** মেধাবী সোনামণি, দায়িত্বশীল এবং নবীন লেখকদের নিকট থেকে **'সোনামণি প্রতিভা'**র জন্য উপরোক্ত বিভাগ সমূহে সোনামণিদের পাঠ উপযোগী লেখা আহ্বান করা হচ্ছে। সাথে সাথে সোনামণিদেরকে কলমী জিহাদে উৎসাহিত ও সার্বিক সহযোগিতা করতে অভিভাবকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

সম্পাদক
সোনামণি প্রতিভা

আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স (২য় তলা), নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল :
০১৭১৫-৭১৫১১৪৩, ০১৭২৬-৩২৫০২৯, ০১৭৫৩-৯৭৬৭৮৭

সংগঠন পরিক্রমা

ধূরইল, মোহনপুর, রাজশাহী ২৫শে আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য সকাল ৭-টায় ধূরইল আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ধূরইল ডি.এস কামিল মাদরাসার শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ মুর্তযার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম ও হাবীবুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন 'যুবসংঘ' ধূরইল শাখার প্রচার সম্পাদক আমীনুল ইসলাম এবং ধূরইল ডি.এস কামিল মাদরাসার খণ্ডকালীন শিক্ষক রফীকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আয়েশা খাতুন ও জাগরণী পরিবেশন করে তাহমীনা খাতুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন 'যুবসংঘ' ধূরইল শাখার সভাপতি শফীকুল ইসলাম।

ঘোলহাড়িয়া, পবা, রাজশাহী ১লা সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বিকাল ৫টায় ঘোলহাড়িয়া ইসলামিক স্কুলে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালক ও সোনামণি রাজশাহী মহানগরের সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা পরিষদের সদস্য মা'ছূম বিল্লাহ ও সুজাউদ্দৌলা এবং শিক্ষক হাফেয রহমতুল্লাহ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত

করে সোনামণি আলী ও জাগরণী পরিবেশন করে রিয়া খাতুন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক রাসেল আহমাদ।

সন্তোষপুর, শাহমখদুম, রাজশাহী ৯ই সেপ্টেম্বর শুক্রবার : অদ্য বাদ আছর সন্তোষপুর পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের সাবেক সভাপতি আলহাজ্জ মাক্বুবূল হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী কমপ্লেক্স, নওদাপাড়া, রাজশাহীর কুল্লিয়া ২য় বর্ষের ছাত্র আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুবাশ্বের ইসলাম।

বালিয়াডাঙ্গা, পবা, রাজশাহী ৮ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ ফজর বালিয়াডাঙ্গা আহলেহাদীছ মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আব্দুল আলীমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক রবীউল ইসলাম। অন্যানের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি রাজশাহী মহানগরের পরিচালক আসাদুল্লাহ আল-গালিব। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ শিহাবুদ্দীন ও জাগরণী পরিবেশন করে আসিয়া খাতুন।

†mvbvgwY

একটি ফুটন্ত গোলাপের নাম

প্রাথমিক চিকিৎসা

শিশুকে ঝাঁকানো জীবনের জন্য হুমকি স্বরূপ!

সংগ্রহে : শরীফুল ইসলাম, ১০ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

ছোট শিশুদের প্রায়ই শূন্যে তুলে ঝাঁকানো হয়। কিন্তু এটি করা মোটেই উচিৎ নয়। তাই পিতা-মাতা ও সকলের সাবধান হওয়া দরকার। নতুন এক গবেষণায় একে জীবন ধ্বংসকারী বলা হয়েছে। এই গবেষণায় আমেরিকার ৬২৮ জনের মত ডাক্তারের প্রতিক্রিয়ার তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ছোট শিশুকে ঝাঁকানো হলে এতে সে মারাত্মক আঘাত পেতে পারে। এই জখমের ফলে শিশুর মস্তিষ্ক থেকে রক্ত বের হয়ে আসতে পারে যাকে সাবডুরাল হেমাটোমা বলে। সাম্প্রতিক এক জরিপ অনুযায়ী, ছোট শিশুকে ঝাঁকালে তার মস্তিষ্ক থেকে রক্ত বের হয়ে আসে, তীব্র রেটিনাল রক্তক্ষরণ হয় এবং সে কোমায় চলে যেতে পারে বা তার মৃত্যু হতে পারে। আমেরিকার শিকাগোর অ্যান এন্ড রবার্ট এইচ লুরি চিলড্রেনস হসপিটালের ডাক্তার ও এই গবেষণায় নেতৃত্ব দানকারী লেখক সন্দীপ নারাং বলেন, 'আমাদের তথ্যে এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে, শিশুকে ঝাঁকানো নির্যাতনের একটি বিপদজনক ফর্ম এবং চিকিৎসকেরাও এটা স্বীকার

করেছেন'। পেডিয়াট্রিক্স নামক জার্নালে এই গবেষণা প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। এই জরিপে যে ডাক্তারদের অন্তর্ভুক্ত করা হয় তারা আমেরিকার প্রধান ১০টি শিশু হাসপাতালে আঘাত প্রাপ্ত শিশুদের চিকিৎসার কাজে সম্পৃক্ত থাকেন। এদের মধ্যে ৮০% চিকিৎসক ৩ বছরের ছোট শিশুকে ঝাঁকানো হলে সাবডুরাল হেমাটোমা হতে পারে বলে মত দেন, ৯০% বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক বলেন যে, এতে শিশুর মারাত্মক রেটিনাল রক্তক্ষরণ হতে পারে এবং ৭৮% চিকিৎসক মনে করেন এতে শিশুটি কোমায় চলে যেতে পারে বা শিশুর মৃত্যুও হতে পারে।

তাই ৩ বছরের কম বয়সের শিশুকে আদর করার অজুহাতে শূন্যে তুলে ঝাঁকাবেন না। নিজে সতর্ক হোন এবং অন্য কাউকে এমন করতে দেখলেও নিষেধ করুন।

সোনামণির ১০টি গুণাবলী

❍ জামা'আতের সাথে আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা।

❍ পিতা-মাতা, শিক্ষক-মুরব্বী, পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দেওয়া ও মুছাফাহা করা এবং মুসলিম-অমুসলিম সকলের সাথে হাসিমুখে কুশল বিনিময় করা।

❍ ছোটদের স্নেহ করা ও বড়দের সম্মান করা। সদা সত্য কথা বলা। সর্বদা ওয়াদা পালন করা ও আমানত রক্ষা করা।

❍ মিসওয়াক সহ ওযূ করে ঘুমানো ও ঘুম থেকে উঠে ভালভাবে মিসওয়াক সহ ওযূ করা এবং প্রত্যহ সকালে উন্মুক্ত বায়ু সেবন ও হালকা ব্যায়ামের মাধ্যমে স্বাস্থ্যবান হওয়া।

❍ নিয়মিত পাঠ্যপুস্তক অধ্যয়ন করা এবং দৈনিক কিছু সময় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামী সাহিত্য পাঠ করা।

❍ সেবা, ভালবাসা ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে আদর্শ হিসাবে গড়ে তোলা।

❍ বৃথা তর্ক, ঝগড়া-মারামারি এবং রেডিও-টিভির বাজে অনুষ্ঠান ও অসৎ সঙ্গ এড়িয়ে চলা।

❍ আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করা।

❍ সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপরে ভরসা করা এবং যে কোন শুভ কাজ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু করা ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করা।

❍ দৈনিক বাদ ফজর কমপক্ষে ১৫ মিনিট কুরআন তেলাওয়াত ও দীনিয়াত শিক্ষা করা।

ভাষা শিক্ষা

তিন ভাষার সমাহার

দেহ

অঙ্গ - عُضْوٌ- Organ (অর্গান)

আঙ্গুল -إِصْبَعٌ- Finger (ফিঙ্গার)

আলজিভ - لَهَاةٌ- Uvula (ইউভিউলা)

ঊরু - فَخِذٌ- Thigh (থাই)

কনুই-مِرْفَقٌ- Elbow (এলবৌ)

কপাল - جَبْهَةٌ- Forehead (ফরেইড)

কব্জি - رُسْغٌ- Wrist (রিস্ট)

কাঁধ - كَتِفٌ- Shoulder (শৌল্ডার)

কান - أُذْنٌ - Ear (ইয়ার)

কানের লতি- شَهْمَةُ الْأُذْنِ Lobe (লৌব)

কিডনী -كُلْيَةٌ - Kidney (কিডনী)

কোমর -خَاصِرَةٌ- Waist (ওয়েইস্ট)

গলা -حَلْقٌ -Throat (থ্রৌট)

গাল -خَدٌّ - Cheek (চীক)

গোঁফ -شَارِبٌ -Moustache (মাসটাশ)

গোড়ালি -عَقِبٌ - Heel (হীল)

ঘাড় -عُنُقٌ - Neck (নেক)

ঘিলু/মগজ -مُخٌّ Brains (ব্রেইনস)

চর্বি -شَحْمٌ - Fat (ফ্যাট)

চিবুক -ذَقَنٌ - Chin (চিন)

চুল -شَعْرٌ -Hair (হেয়ার)

কুইজ

১. সংস্কৃতির অর্থ কী?

উঃ .....

.....

২. আল্লাহ পাক কয়টি মাসকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং সেগুলো কী কী?

উঃ.....

.....

৩. আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম পালন করলে কী হয়?

উঃ.....

.....

৪. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দৈনিক কত বার করে তওবা করতেন?

উঃ.....

.....

৫. বিদ'আতের সূচনাকারী কে?

উঃ.....

.....

৬. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পান করার সময় কয়বার শ্বাস গ্রহণ করতেন এবং কেন?

উঃ.....

.....

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রত্যেক ছালাতের শেষে কোন দু'টি সূরা পড়ার নির্দেশ দিতেন?

উঃ.....

.....

৮. কবী নজরুল কত সালে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভ করে?

উঃ.....

.....

এ অংশটি কেটে পাঠাতে হবে।

❑ কুইজপত্র জমা দেয়ার শেষ তারিখ : আগামী ২০ নভেম্বর ২০১৬।

গত সংখ্যার কুইজের সঠিক উত্তর

১. একটি ১ তলা বাড়ীর সমান **২.** হোসেন আহমাদ পাড়া, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম **৩.** ৫৩.৯০ একর **৪.** বাতাবি লেবু ও জাম্বুরা **৫.** ডান কাতে **৬.** সরল ও ভদ্র **৭.** হাজেরা **৮.** ৪০০ বছর **৯.** ঝুলন্ত ব্রীজ, রাঙ্গামাটী।

গত সংখ্যার কুইজ বিজয়ীদের নাম :

১ম স্থান : আহমাদ যুবাইর, ৭ম শ্রেণী
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

২য় স্থান : মারিয়াম, ৪র্থ শ্রেণী
মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

৩য় স্থান : সুমাইয়া তাসনীম, ৫ম শ্রেণী
মহিলা সালাফিইয়াহ মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তর পাঠানোর ঠিকানা

সম্পাদক
দ্বি-মাসিক সোনামণি প্রতিভা
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
মোবাইল নং : ০১৭১৫-৭১৫১৪৩
০১৭২৬-৩২৫০২৯

নাম : .....
প্রতিষ্ঠান : .....
শ্রেণী : .....
ঠিকানা : .....
.....
মোবাইল নং .....

চোখ -عَيْنٌ - Eye (আই)
চামড়া -جِلْدٌ - Skin (স্কিন)
জিহ্বা -لِسَانٌ - Tongue (টাং)
জীবন -حَيَاةٌ - Life (লাইফ)
ঠোঁট -شَفَةٌ - Lip (লিপ)
থুথু -بُصَاقٌ - Spittle (স্পিটল)
দাঁত -سِنٌّ - Tooth (টূথ)
দাড়ি -لِحْيَةٌ - Beard (বিয়ার্ড)
দেহ -جَسَدٌ - Body (বডি)
নখ -ظُفْرٌ- Nail (নেইল)
নাক -أَنْفٌ- Nose (নৌজ)
নাকের ছিদ্র -مَنْخَرٌ - Nostril (নস্ট্রিল)
নাভি -سُرَّةٌ -Navel (নেইভ্‌ল্)
নিতম্ব -عَجُزٌ- Hip (হিপ)
পশম -شَعْرٌ– Fur (ফার)
পা -رِجْلٌ - Leg (লেগ)
পায়ের পাতা– قَدَمٌ –Foot (ফুট)
পায়ের গিঁট-كَعْبٌ – Ankle (অ্যাংকল)
পাঁজর - ضِلْعٌ -Rib (রিব)
পাকস্থলী - مِعْدَةٌ -Stomach (স্টাম্যাক)
পিঠ -ظَهْرٌ – Back (ব্যাক)
পেট -بَطْنٌ – Belly বেলী)

সংগ্রহে : যয়নুল আবেদীন
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি